যুগশঙ্খ SUPPLI
বৃহস্পতিবার, ২৯ জুন ২০১৭
target@ কেরিয়ার
যুগশঙ্খ-র সঙ্গে ৮ পাতার রঙিন ক্রোড়পত্র

# নিজেকে একজন বুদ্ধিদীপ্ত মানুষ হিসাবে গড়ে তুলুন

কেরিয়ারে সফল হতে চাইলে প্রতিটি বিষয় সাহসের সঙ্গে মোকাবিলা করতে হবে। সেটা করতে পারলে জীবনে চলার পথে অনেক অনেক কঠিন পরিস্থিতি আপনি সামলে নিতে পারবেন এবং সামনের দিকে এগিয়ে যেতে পারবেন। আমাদের প্রত্যেকের জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল সঠিক কেরিয়ার নির্বাচন করা এবং কেরিয়ারে সফল হওয়া। এরজন্য সেইভাবেই নিজেকে প্রস্তুত করতে হবে। পড়াশোনাও সঠিকভাবে করার জন্য সঠিক বিষয় নির্বাচন করতে হবে। অনেকে পরিকল্পনামতো বিষয় নিয়ে ভালো রেজাল্ট করে পাসও করেন। এরপর যখন সেই বিশেষ মুহূর্ত আসে অর্থাৎ ইন্টারভিউয়ের পালা আসে তখনই অনেকে ঘাবড়ে যান। কী ধরনের প্রশ্ন আসবে, কী জিজ্ঞেস করবে এই নিয়ে অযথা চিন্তা করতে থাকেন। তবে এই নিয়ে এত টেনশন না করাই ভালো। কোনও বিষয় নিয়ে পড়াশোনা করলে সেই বিষয় নিয়ে প্রকৃত জ্ঞান যাতে আপনি করায়ত্ত করতে পারেন, সেই দিকটি খেয়াল রাখবেন।

ইন্টারভিউ শুরুতে কর্তৃপক্ষের প্রশ্নের মোকাবিলা করাটাই হল প্রথম ধাপ। এখানে সত্যিই প্রশ্নকর্তা ও প্রার্থীর মধ্যে কথোপকথনটি খুবই জরুরি একটি বিষয়। কিন্তু একজন প্রার্থীর উচিত ভয় না পেয়ে যথাযথ প্রশ্ন বুঝে নিয়ে ভালোভাবে সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দেওয়া। একজন প্রশ্নকর্তা আপনাকে নানাভাবে একই প্রসঙ্গ নিয়ে প্রশ্ন করতেই পারেন, কিন্তু আপনাকে মাথা ঠান্ডা রেখে উত্তর দিতে হবে। আপনি যতটুকু জানেন সেটি আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে উত্তর দিন। একজন প্রশ্নকর্তা এটাই দেখতে চান একজন প্রার্থী কীভাবে আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে একটি প্রশ্নের উত্তর দিলেন। অনেক সময় এরকমও হয় হয়তো আপনি ইংরেজিতে খুব একটা সড়গড় নন। আপনি মনে মনে ভাবেন ইন্টারভিউ দিতে গেলে প্রশ্নকর্তারা ইংরেজিতে প্রশ্ন জিজ্ঞেস করলে আপনি কীভাবে উত্তর দেবেন। এরকম পরিস্থিতিরও আপনি সহজে মোকাবিলা করতে পারেন। সেক্ষেত্রে প্রশ্নকর্তাকে আপনি সরাসরি জানিয়ে দিতে পারেন যে ওঁরা ইংরেজিতে আপনাকে যে প্রশ্ন করছেন সেটি আপনি বুঝতে পারছেন, কিন্তু বাংলায় উত্তর দিতে আপনি বেশি স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করবেন।

এতে আপনার উলটো দিকে যিনি বসে আছেন তিনি বিরক্ত না হয়ে খুশি হবেন। কারণ, মাথায় রাখবেন কর্তৃপক্ষ সব সময় এটি দেখতে চান যে আপনি কতখানি সৎ ও সাহসের সঙ্গে পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে পারেন। আপনি বাংলায় বলতে আগ্রহী— এর মধ্যে কোনও লজ্জার বিষয় নেই, বরং এর মধ্যে দিয়ে আপনার আত্মবিশ্বাস ও সততা ফুটে উঠবে। একটি কোম্পানির এমপ্লয়ি হওয়ার জন্য এই গুণগুলি আবশ্যক।

আপনার কথোপকথনের মধ্যে দিয়ে আপনার অ্যাটিটিউড যাচাই করে দেখা হবে। চাকরি পাওয়ার পর আপনি যথার্থ পরিশ্রম করে কর্তৃপক্ষ যে কাজ গুলি আপনাকে দেবে সেটি আপনি শিখবেন কিনা, আপনি কাজ করতে গিয়ে নানা সমস্যার কথা সব সময়ে তুলে ধরবেন কিনা, পাশাপাশি আপনার টিমওয়ার্ক করার মানসিকতা আছে কিনা, সবই প্রশ্নোত্তর পর্বের মধ্যেই লুকিয়ে থাকে। এরপর দু'য়ের পাতায়

# কাজের মধ্যেও নিজেকে ভালো রাখুন

জীবনের প্রকৃত অর্থ ঠিক কী এক কথায় বলা বোধহয় সম্ভব নয়। কারণ প্রত্যেকেরই ভিন্ন মতামত আছে। তবু ধরা যায়, জীবন একটি লড়াইয়ের নাম। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সেই লড়াই চালিয়ে যেতে হয়। সব সময়ে সাফল্য

আসে তা নয়, কিন্তু সাফল্যের কথা ভেবে সব সময়ে বসে থাকা উচিত, এমন কথাও ঠিক নয়। আসলে যুদ্ধটা চালিয়ে যাওয়ার নামই হয়তো জীবন। তবে অনেক সময়ে আপনার এই জীবন, লড়াই এই সমস্ত কিছুর প্রতি একঘেয়েমি আসতে পারে। কিন্তু সেই সমস্ত কিছুকে মোকাবিলা করে নিজের মুখে সব সময় হাসি ধরে রাখাটাও আপনার কর্তব্য। আর সেই কঠিন কাজটিকে খুব সহজভাবে আয়ত্ত করুন। তাহলে নিজেই নিজের মধ্যে আলাদা স্ফূর্তি অনুভব করবেন। সকলের সঙ্গে মিলেমিশে কাজ করাটাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে।

অনেক সময় হয় কোনও কারণে হয়তো আপনি খুব নার্ভাস ফিল করছেন। তখন চুইংগাম চিবোনোটা আপনার নার্ভাসনেস কমাতে সাহায্য করবে। আপনার মনে হতে পারে এর আবার কোনও যৌক্তিকতা আছে নাকি? কিন্তু বিশেষজ্ঞদের মতে, চুইংগাম চিবোনোর মতো কাজ আপনার মস্তিষ্কের প্রাইমাল অংশে এই মেসেজ পাঠায় যে, আপনি বিপদে পড়বেন না। কারণ আপনি সেই সময় খাচ্ছেন।

অনেক সময় কিছু অপ্রীতিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। সেই পরিস্থিতিতে নিজেকে সামলানোর ক্ষমতা রাখতে হবে। কেউ যদি কোনও কারণে আপনার উপর রেগে যায়, আপনাকে কিছু বলে, তখন যদি আপনি মাথা ঠান্ডা রাখেন তাহলে সেই মূহূর্তে হয়তো মানুষটি আরও রেগে যাবে। হয়তো আপনাকে আরও দুটো কথা বলবে। কিন্তু পরে ঠিকই সে নিজেই অনুতাপ করবে। কিন্তু দু'জনেই যদি রেগে যান সেক্ষেত্রে পরিস্থিতি হিতে বিপরীত হতে কিন্তু এক মূহূর্তও সময় লাগবে না।

আপনি যদি কাউকে কোনও প্রশ্ন করেন এবং সে যদি খুব ক্যাজুয়ালভাবে উত্তর দেয় তাহলে কয়েক সেকেন্ড তার চোখে চোখ রেখে তাকিয়ে থাকুন। সে নিজেই বুঝতে পারবে যে তার উত্তরটি ভালো হয়নি। এরপর সেই উত্তরটি সে গুছিয়ে বলবে।

যে কোনও পরিস্থিতিতে আপনি যে আবেগ প্রকাশ করছেন তার ফলে আপনার সামনে যিনি রয়েছেন তাঁরও একই রকম আবেগ প্রকাশ করার সম্ভাবনা থাকে।

এরপর দু'য়ের পাতায়

## শেষের চার পাতায় শুধুই জীবিকার খোঁজখবর

- এলাহাবাদ হাইকোর্টে ১৯৫৫ কর্মী নিয়োগ
- ১০৫ জুনিয়র অ্যাসিস্ট্যান্ট নিয়োগ করবে এয়ারপোর্টস অথরিটি অব ইন্ডিয়া
- গারুলিয়া পুরসভায় চাকরি
- প্রেসিডেন্সিতে ১০৫ অধ্যাপক নিয়োগ
- ট্রেনিং দিয়ে তরুণ-তরুণী নিয়োগ নৌবাহিনীতে
- কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন অফিসে স্টেনো নিয়োগ
- জলপাইগুড়ি জেলা জাজেস কোর্টে ৩০ ক্লার্ক, স্টেনো নিয়োগ
- সমবায় ব্যাংকে ২৮ জন ক্লার্ক নিয়োগ
- কৃষিবিভাগে ৪১ কৃষি অফিসার
- ডিজিটাল হিউম্যানিটিজ অ্যান্ড কালচারাল ইনফরমেটিক্স কোর্সে ভর্তি
- ক্রিমিনোলজি, পুলিশ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন সহ বিভিন্ন কোর্সে ভর্তি
- বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে পেশাদারি কোর্স
- খাদি ও গ্রামোদ্যোগ কমিশনে স্বনির্ভরতার ট্রেনিং

চারের পাতায়

পেশা যখন ব্র্যান্ড ম্যানেজমেন্ট

target@ কেরিয়ার

যুগশঙ্খ SUPPLI

বৃহস্পতিবার, ২৯ জুন ২০১৭

## কেরিয়ার নিউজ

# প্রতিদিন ২০০ টাকা করে রোজগার করুন

এবার ঘরে বসে প্রতিদিন আপনি রোজগার করুন ২০০ টাকা করে। তাও আবার কোনও পরিশ্রম না করেই। কীভাবে করবেন সেই পথ বাতলে দিয়েছেন স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। আর সেই সুযোগ আপনিও পেতে পারেন। পেটিএম-এর মতো পেমেন্টস ব্যাংক ব্যবহার করলে যেমন ক্যাশব্যাক পাওয়ার সুবিধা রয়েছে, তেমনই সরকারি ভীম অ্যাপ ব্যবহার করলেও ক্যাশব্যাক পাওয়া যেতে পারে। সেই সঙ্গে আপনার বন্ধু যদি ভীম অ্যাপ ব্যবহার করে তাহলে আপনি টাকা পাবেন। আপনার অ্যাকাউন্টে সেই টাকা সরাসরি জমা দেবে কেন্দ্র। আগেই এমন ঘোষণা করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। এরপর এক অনুষ্ঠানে কীভাবে দিনে ২০০ টাকা পর্যন্ত আয় করা সম্ভব তা বিস্তারিতভাবে জানিয়ে দেন।

ভীমরাও অম্বেদকরের জন্মদিনের দিন ভীম অ্যাপ চালু করার বিষয়ে ঘোষণা করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। সেখানেই ভীম অ্যাপের ইনসেনটিভ প্রোগ্রামও ঘোষণা করেছিলেন। কেউ যদি অন্য কাউকে ভীম অ্যাপ রেফার করে এবং যাঁকে রেফার করা হচ্ছে তিনি যদি এই অ্যাপটি ব্যবহার করেন, তবে প্রতিটি রেফারালে ১০ টাকা ক্যাশব্যাক দেবে কেন্দ্র। অর্থাৎ, আপনি যদি দিনে আপনার ১০ জন বন্ধুকে ভীম অ্যাপ রেফার করেন এবং তাঁরা যদি তিনটি করে লেনদেন করেন তবে আপনি ওই ১০ জন ব্যবহারকারীর জন্য ১০০ টাকা ক্যাশব্যাক পাবেন।

একদিনে আপনি যদি ২০ জনকে রেফার করতে পারেন তবে সন্ধ্যার মধ্যে আপনি ২০০ টাকা আয় করতে পারবেন। আগামী ১৪ অক্টোবর পর্যন্ত এই স্কিমের সময়সীমা নির্ধারণ করা হয়েছে।

# প্রধানমন্ত্রী মুদ্রা যোজনায় ব্যবসার সুযোগ

ব্যবসা করার পরিকল্পনা নিয়েছেন, কিন্তু ভাবছেন মূলধন কোথা থেকে জোগাড় হবে? কিন্তু সমস্যা থাকলে তার সমাধানও আছে। এই ধরনের সমস্যা সমাধানে ব্যবসা করতে আগ্রহীদের জন্য নতুন দিগন্ত খুলে দিয়েছেন মোদী সরকার। প্রধানমন্ত্রী মুদ্রা যোজনায় শিশু, কিশোর, তরুণ— এই তিন ক্যাটাগরিতে ঋণ দিচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকার। ঋণের পরিমাণ ৫০ হাজার টাকা থেকে ১০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত। এই ঋণের জন্য আবেদন করতে পারবেন তাঁরাই, যাঁরা ইতিমধ্যেই ব্যবসা করার পরিকল্পনা নিয়েছেন বা ব্যবসা করছেন। এই ঋণ পাওয়া যাবে ২৭টি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক, ১৭টি প্রাভভেট ব্যাংক ছাড়াও দেশের ৩১টি আঞ্চলিক ব্যাংকের মাধ্যমে। এছাড়া বেশ কিছু আর্থিক সংস্থা ও কো-অপারেটিভ ব্যাংকের মাধ্যমেও ঋণের আবেদন করা যাবে। এই বিষয়ে বিস্তারিত জানতে হলে নির্দিষ্ট তথ্য পেয়ে যাবেন www.mudra.org.in এই ওয়েবসাইটে। এছাড়াও এই ঋণ নিতে হলে আপনার কী কী প্রমাণপত্র লাগবে সেগুলোও জানতে পারবেন। আপনার স্থায়ী ঠিকানা, নাগরিক পরিচয়পত্র ছাড়াও আর কী জমা দিতে হবে সেইসব বিষয় কিছু জরুরি তথ্য আপনি জানতে পারবেন।

# নিজেকে একজন বুদ্ধিদীপ্ত মানুষ হিসাবে গড়ে তুলুন

*প্রথম পাতার পর*

তাই এসমস্ত দিকগুলি মাথায় রাখা দরকার। অনেক সময়ে কোনও কোম্পানি গ্রুপ ডিসকাশনের মাধ্যমে প্রার্থীর ইন্টারভিউ নিয়ে থাকে। সেক্ষেত্রে যে-বিষয়টির ওপর কথা বলতে দেওয়া হবে সেই বিষয় নিয়ে সাবলীলভাবে, দক্ষতার সঙ্গে বলুন। এবং খেয়াল রাখবেন কখনও কিছু বলতে গেলে অন্যের বক্তব্যকে থামিয়ে দিয়ে কিছু বলবেন না। একজন কথা শেষ করার পর নিজের বক্তব্য রাখুন। এই সমস্ত কিছুর মধ্যে দিয়ে আপনার পরীক্ষা হবে। আপনার সমস্ত ব্যবহারই কিন্তু কর্তৃপক্ষের নজরে থাকবে।

যে কোনও কোম্পানি একজন সৎ মানুষকে তাদের এমপ্লয়ি হিসেবে আশা করেন। আপনার সেই গুণগুলি আপনার কথোপকথনের মাধ্যমে তাঁদের সামনে তুলে ধরুন। নিজেকে একটু একটু করে সেইভাবে প্রস্তুত করতে হবে। একজন ভালো এমপ্লয়ি হয়ে ওঠার জন্য সৎ, নিষ্ঠাবান, পরিশ্রমী হওয়া প্রয়োজন। সেইসঙ্গে আত্মবিশ্বাস অবশ্যই খুব জরুরি একটি বিষয়।

এমন কোনও মনোভাব, অধৈর্য বা খারাপ ব্যবহার কর্তৃপক্ষের সামনে দেখাবেন না, যাতে আপনাকে নির্বাচনের তালিকা থেকে বাদ দিয়ে দেওয়া হয়। প্রতিটি মুহূর্তে নিজেকে একজন পজিটিভ মানুষ হিসাবে প্রমাণ করার চেষ্টা করুন। এই গুণগুলি ইন্টারভিউতে যাওয়ার আগে বা কারওর কাছ থেকে শুনে আয়ত্বে আনা সম্ভব নয়। আপনার কাজ, অভিজ্ঞতাই আপনার সঙ্গে এই গুণগুলির পরিচয় করিয়ে দেবে। শুধু ইন্টারভিউ টেবিলের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করে চাকরি পাওয়াটাই সব নয়, কেরিয়ার তৈরি করতে এবং সফলতা বজায় রাখতে নিজেকে একজন প্রকৃত বুদ্ধিদীপ্ত মানুষ হিসাবে গড়ে তুলুন।

## কেরিয়ার তথ্য

● এয়ারফোর্সের ফ্লাইং শাখায় কমিশন্ড অফিসার পদের ক্ষেত্রে শিক্ষাগত যোগ্যতা প্রয়োজন মোট ৬০ শতাংশ নম্বর সহ স্নাতক। উচ্চমাধ্যমিকে ফিজিক্সে ও ম্যাথমেটিক্স পড়া হতে হবে। অথবা মোট ৬০ শতাংশ নম্বর সহ ৪ বছরের বি ই বা বি টেক ডিগ্রি। অথবা মোট ৬০ শতাংশ নম্বর সহ ৪ বছরের বি ই বা বি টেক ডিগ্রি থাকা আবশ্যক। অথবা মোট ৬০ শতাংশ নম্বর সহ অ্যারোনটিক্যাল সোসাইটি অব ইন্ডিয়া বা অ্যাসোনটিক্যাল সোসাইটি অব ইন্ডিয়া বা অ্যাসোসিয়েট মেম্বারশিপ অব ইনস্টিটিউশন অব ইঞ্জিনিয়ার্স (ইন্ডিয়া)-এর সেকশনে 'এ' ও 'বি' পরীক্ষায় পাস করতে হবে। প্রার্থীকে অবশ্যই ২১-৫-২০১৫ তারিখের পরে এনসিসি এয়ার উইং সিনিয়র পদে ডিভিশন 'সি' সার্টিফিকেট পেয়ে থাকতে হবে। ওয়েবসাইট: www.careerairforce.nic.in

● ভারতীয় নৌবাহিনীতে আর্টিফিশার অ্যাপ্রেন্টিস ব্যাচে নাবিক পদের ক্ষেত্রে শিক্ষাগত যোগ্যতা ৬০ শতাংশ নম্বরসহ বিজ্ঞান শাখায় উচ্চমাধ্যমিক পাস করা হতে হবে। প্রার্থীকে অবশ্যই অঙ্ক ও ফিজিক্সের সঙ্গে কেমিস্ট্রি বা বায়োলজি বা কম্পিউটার সঙ্গে কেমিস্ট্রি বা বায়োলজি বা কম্পিউটার সায়েন্স পড়ে থাকতে হবে। সেই সঙ্গে ১৫৭ সেমি উচ্চতা থাকতে হবে। বুকের ছাতি অন্তত ৫ সেমি ফোলানোর ক্ষমতা থাকতে হবে। উচ্চতার সঙ্গে মানানসই ওজন থাকতে হবে। দৃষ্টিশক্তি হতে হবে চশমা ছাড়া উভয় চোখে ৬/১২ এবং চশমাসহ ভালো চোখে ৬/৯ এবং খারাপ চোখে ৬/১২। ওয়েবসাইট: www.joinindiannavy.gov.in

● ম্যানেজমেন্ট অ্যাপটিটিউড টেস্ট বা 'ম্যাট' পরীক্ষা প্রতি বছর আয়োজন করে থাকে অল ইন্ডিয়া ম্যানেজমেন্ট অ্যাসোসিয়েশন (এ আই এম এ)। ম্যাট স্কোর এক বছরের জন্য বৈধ থাকে। ম্যাট পরীক্ষার স্কোরের ভিত্তিতে দেশের অন্তত ৬০০টি স্বীকৃত প্রতিষ্ঠানে এমবিএ এবং ম্যানেজমেন্ট বিষয়ক অন্যান্য বিভিন্ন কোর্স পড়া যায়। যে কোনও শাখার গ্র্যাজুয়েটেরা এই পরীক্ষায় বসতে পারেন। স্নাতকের সমাপ্তি বর্ষের ছাত্রছাত্রীরাও এই পরীক্ষা দিতে পারবেন। খাতা-কলমে ও কম্পিউটারভিত্তিক, উভয় পদ্ধতিতেই পরীক্ষা নেওয়া হয়ে থাকে। মোট ২০০ নম্বরের পরীক্ষা। সময়সীমা আড়াই ঘণ্টা। পাঁচটি পত্রে পরীক্ষা হবে— ল্যাঙ্গুয়েজ কম্প্রিহেনশন, ম্যাথমেটিক্স, ডেটা অ্যানালিসিস অ্যান্ড সাফিশিয়েন্সি, ইন্টেলিজেন্স অ্যান্ড ক্রিটিক্যাল রিজনিং এবং ইন্ডিয়ান অ্যান্ড গ্লোবাল এনভায়রমেন্ট। প্রতিটি পত্র ৪০ নম্বরের। অবজেকটিভ ধরনের প্রশ্ন হবে। ভুল উত্তরের ক্ষেত্রে নেগেটিভ মার্কিং আছে। আরও তথ্যের জন্য দেখুন: www.aima.in

## কেরিয়ার অ্যাডভাইস

# অ্যাপের মাধ্যমে সহজে প্রচার সারুন

বর্তমানে স্মার্টফোনের যুগ। একটা সময় জরুরি ভিত্তিক হিসাবে ছিল কম্পিউটার কিন্তু এখন সেই জায়গায় স্মার্টফোনের মাধ্যমে অনেক সহজে আমরা অনেক কাজ করে ফেলতে সক্ষম। কিছুদিন আগে পর্যন্ত যে সমস্ত কাজ করতে আমাদের কম্পিউটারের ওপর নির্ভর করতে হতো, এখন সেই সমস্ত কাজ আমরা স্মার্টফোনের মাধ্যমেই করে ফেলতে পারছি।

এখন কেউ কোনও বিজনেস শুরু করলে ওয়েবসাইটের মাধ্যমে প্রচার করাটা পুরনো হয়ে গেছে। এখন খুব সহজে অ্যাপের মাধ্যমে প্রচার করা সম্ভব হচ্ছে। এখন সকলের হাতেই স্মার্টফোন। ফলে অ্যাপের মাধ্যমে আপনি আপনার প্রোডাক্টের প্রচার করলে খুব সহজেই সেটা আর পাঁচজনের মধ্যে ছড়িয়ে যাবে।

কিছুদিন আগে কোনও ফিল্ম-সংক্রান্ত ওয়েবসাইট ঘাঁটতে গিয়ে কিংবা ই-কমার্স ওয়েবসাইট থেকে কেনাকাটা করতে কম্পিউটার প্রথমে ওয়েব ব্রাউজার খুলতে হতো। তারপর সেই ওয়েব অ্যাড্রেস টাইপ করে তবে আমাদের সেই আকাঙ্ক্ষিত কাজটি করতে হতো। তবে এখন স্মার্টফোনের যুগে আমাদের এখন আর অতো জটিল পদ্ধতির মধ্যে দিয়ে যেতে হয় না। বরং পদ্ধতিটা অনেকটাই সহজ হয়ে গেছে। এখন খুব সহজেই আমরা যে কোনও জিনিস জানতে পারছি। স্মার্টফোনের সুবিধা হল এখানে কোনও ওয়েবসাইটে ঢোকার জন্য ওয়েব ব্রাউজার ব্যবহার করতে হয় না। কারণ ওই বিশেষ ওয়েবসাইটটির জন্য নিজস্ব অ্যাপ্লিকেশনই যথেষ্ট। তবে মানুষের সুবিধার্থে কম্পিউটারের জন্য তৈরি হচ্ছে নানা ধরনের ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন। যে কোনও অ্যাপ্লিকেশন ডিজাইনকারি সংস্থার নির্দিষ্ট কিছু পরিকাঠামো থাকে। যে কোম্পানি নিজের জন্য এই অ্যাপ্লিকেশন বানাতে চায়। তার কাছ থেকে সেই কাজটিকে প্রথমে খতিয়ে দেখেন ডিজাইনকারি সংস্থার বিজনেস অ্যানালিস্ট। এরপর বেসিক জিনিসটি তৈরির দায়িত্ব দেওয়া হয় ইনফরমেশন আর্কিটেক্টকে। তার কাজ হল কাঠামো বা 'ওয়্যার ফ্রেম' বানানোর পর সমস্ত বিষয়টি নিয়ে বিজনেস অ্যানালিস্টের সঙ্গে আলোচনা করা। এরপর সেখান থেকে দায়িত্ব আসে ভিজুয়্যাল আর্টিস্টের হাতে। ওয়ার ফ্রেম-এর ওপর বাকি ডিজাইনটি তৈরি হয়। এরপর ভিসুয়্যাল ডিজাইনার সেই অ্যাপ্লিকেশনটি পাঠিয়ে দেন ডেভলপারের কাছে। এখানে রয়েছে ফ্রন্ট ডেভলপার ও ব্যাক ডেভলপার। সেই অ্যাপ্লিকেশনটিকে এবার ব্যবহারের উপযোগী করে তোলার কাজ হয়। এরপরে ব্যবহারকারী যাতে সমস্ত বিষয়টিকে ডাইনলোড করে দেখতে পারেন তার বন্দোবস্ত হয়। বর্তমানে অ্যাপ্লিকেশন ডিজাইনারের বাজারে চাহিদা বেশি। কারণ এর কাজের বিস্তারও বেশি।

এই ডিজাইনার কাজের চাহিদা যেহেতু বাজারে বেশি তাই তাঁরা শুরু থেকে মোটামুটি ভালো বেতনেই চাকরি ক্ষেত্রে প্রবেশ করেন। পরবর্তী সময়ে যত অভিজ্ঞতা বাড়তে থাকে সেই অনুযায়ী তাঁদের কাজের মানও বাড়তে থাকে। অন্যান্য কোম্পানির মতো তিন বছরের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় হলে বেতনের পরিমাণ বাড়তে থাকে। যাঁরা নতুন তারা ছোট কোম্পানির পাশাপাশি বড় কোম্পানিতেও নিযুক্ত হতে পারেন। অনেক সময় বড় বড় কোম্পানিগুলি তাদের কাজের জন্য ফ্রেশার নিয়োগ করে থাকে। বড় কোম্পানিতে প্রোজেক্ট-এর কাজে অনেক সময় ফ্রেশারদের দিয়ে কাজ করানো হয়ে থাকে। তবে স্থায়ী হিসাবে কাজের সুযোগ এই ক্ষেত্রে ফ্রেশারদের না হলেও কাজ শেখার অভিজ্ঞতা তারা সঞ্চয় করে থাকে, যা পরবর্তী পর্যায়ে কাজে লাগে। তবে মোটামুটি ভালো আয় করার সুযোগ পান তাঁরা।

আর এই কাজ শেখার ক্ষেত্রে বলা যায়, সব সময়ে বড় জায়গা থেকে অ্যাপ্লিকেশন ডিজাইনের কাজ শিখতে হবে তা নয়, কারণ অনেকেই নানা কারণে বড় জায়গায় শেখার সুযোগ নাও পেতে পারেন। সেক্ষেত্রে ছোট প্রতিষ্ঠান থেকেও আপনি এই বিষয়ে আপনার জ্ঞান অর্জন করে ভবিষ্যৎ মজবুত করতে পারেন।

# কাজের মধ্যেও নিজেকে ভালো রাখুন

*প্রথম পাতার পর*

আপনি যদি পরিবেশকে সহজ করতে চান, তাহলে যতটা সম্ভব সুন্দর করে, সকলের সঙ্গে হেসে কথা বলুন। এতে কঠিন পরিস্থিতির সহজেই হালকা হয়ে যাবে এবং যে কোনও সমস্যার সমাধান খুব সহজেই হবে।

সব সময় নিজেকে সকলের সামনে তুলে ধরতে গিয়ে 'আমি মনে করি' বা 'আমি বিশ্বাস করি' এই ধরনের কথা না বলাই ভালো। এতে যেমন আপনার আমিত্ব প্রকাশ পায় তেমনি এটা আপনার আত্মবিশ্বাসের ঘাটতি প্রকাশ করে। এটা সকলে ভালো ভেবে মেনে নাও নিতে পারেন। সেই মুহূর্তে আপনাকে কেউ অহংকারীও ভাবতে পারে। তাই এই ধরনের বিষয় এড়িয়ে চলুন। এই ধরনের কথা বলার পরিবর্তে যা বলতে চান সরাসরি এবং স্পষ্টভাবে বলুন। কণ্ঠে দৃঢ়তা আনুন।

ইন্টারভিউ দিতে যাওয়ার আগে নিজেই নিজের মনকে শান্ত করুন। ভাবুন আপনার পরিচিতরা আপনার সঙ্গেই আছে। দীর্ঘদিনের মানেই আস্থা, ভরসা। আপনি তাঁদের কথা ভাবুন। রিল্যাক্স বোধ করবেন। মন থেকে সমস্ত রকম ভীতি দূর হয়ে যাবে।

কর্মক্ষেত্রে অনেকে একসঙ্গে থাকলেও তাদের মধ্যে থেকে কোনও একজনকে প্রত্যেকেরই আলাদা করে একটু ভরসা করতে ইচ্ছে করে। তার সঙ্গে ভালো-মন্দ শেয়ার করার কথা মনে হয়। এটা সকলেরই সাধারণ একটি মানব বৈশিষ্ট্য। আপনারও যদি এরকম কোনও কলিগ থাকেন তাহলে যে কোনও পরিস্থিতি দু'জনে শেয়ার করুন। অফিস-সংক্রান্ত ব্যাপারে কোনও সমস্যা হলে আলোচনায় সেটার সমাধানের চেষ্টা করুন। রিল্যাক্স থাকবেন। মানসিকভাবে ফ্রি থাকলে কাজটাও মনযোগ সহকারে করতে পারবেন।

# হয়ে উঠুন একজন দক্ষ অলংকার শিল্পী

একজন নারীর কাছে গয়নার আবেদন চিরন্তন। শাড়ি-রূপসজ্জার পাশাপাশি নারী নিজেদের সাজিয়ে তোলেন অলংকারের মাধ্যমে। একটা সময় পুরুষদের শরীরেও অলংকার শোভা পেত। সেই সময় বহু কাহিনি বা সিনেমাতেও সেই অলংকারের আধিক্য দেখা যেত। বর্তমানে নারীদের পাশাপাশি পুরুষদের মধ্যেও অলংকারের ট্রেন্ড ফিরে এসেছে। এখন গয়নায় নানারকম অভিনবত্ব এসেছে। আগে শুধুমাত্র স্বর্ণকাররাই গয়নার ডিজাইন কোনও খাতায় এঁকে রাখতেন। বর্তমানে সেই জায়গাটি দখল করেছেন একজন ডিজাইনার। বর্তমানে গয়নার নকশা বানান পেশাদার ডিজাইনাররা। মানুষের চাহিদা অনুযায়ী গয়নায় বৈচিত্র এসেছে। অভিনবত্বের কথা মাথায় রেখে দোকানের স্বর্ণকারেরা সেই গয়না তৈরির দিকে মন দিয়েছেন। পাশাপাশি অর্থনৈতিক ভাবে গয়নার গুরুত্ব আছে। কারণ গয়না ভবিষ্যতের অ্যাসেট হিসাবে বিবেচিত হয়। সেই কারণেই অলংকার শিল্পে দক্ষ কর্মীর চাহিদা বাড়ছে।

**কোথায় পড়বেন:** ইন্ডিয়ান ডায়মন্ড ইনস্টিটিউট ভারত সরকারের বাণিজ্য ও শিল্প মন্ত্রক কর্তৃক স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান। এখানে যে কোর্সগুলি করানো হয়: ১) প্রোফেশনাল ডায়মন্ড গ্রেডার। ২৪ সপ্তাহের কোর্স। ২) জুয়েলারি ডিজাইনার প্রোফেশনাল। ২০ সপ্তাহের কোর্স। ৩) জুয়েলারি ম্যানুফ্যাকচারিং প্রোফেশনাল। ২০ সপ্তাহের কোর্স। ৪) জেমোলজি প্রোফেশনাল। ১৬ সপ্তাহের কোর্স। সব কটি কোর্সের ক্ষেত্রেই মোট খরচ ৪১,৮৫০ টাকা। গ্র্যাজুয়েট জুয়েলারি প্রোফেশনাল। ৩৬ সপ্তাহের কোর্স। খরচ ৬৭,৮০০ টাকা।

ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব জুয়েলারি: এই প্রতিষ্ঠানটি দিল্লির স্টেট ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যান্ড ইনফ্রাকস্টাকচার ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন লিমিটেডের অধীনস্থ। এখানে যে কোর্সগুলি করানো হয়, সেগুলি হল— ১) বেসিক জুয়োলারি অ্যান্ড ডিজাইনিং। ২ মাসের কোর্স। খরচ ২২,৫০০ টাকা। ২) কালার্ড জেমস্টোন আইডেন্টিফিকেশন। ১৪ সপ্তাহের কোর্স। খরচ ৩৪ হাজার টাকা। ৩) ডায়মন্ড আইডেন্টিফিকেশন অ্যান্ড গ্রেডিং। ১০ সপ্তাহের কোর্স। খরচ ২৬ হাজার টাকা।

ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব জেমস অ্যান্ড জুয়েলারি: এই প্রতিষ্ঠানটি জেমস অ্যান্ড জুয়েলারি এক্সপার্ট প্রোমোশন কাউন্সিলের অধীনস্থ। এখানে যে কোর্সগুলি করানো হয়, সেগুলি হল— ১) ডায়মন্ড গ্রেডিং কোর্স। তিন মাসের কোর্স। খরচ ৩৫ হাজার টাকা। ২) জুয়েলারি ডিজাইনিং অ্যান্ড ম্যানুফ্যাকচারিং টেকনিক্স। তিন বছরের কোর্স। খরচ ৩,৯০,০০০ টাকা।

**কারা পড়বেন:** যে কোনও শাখায় উচ্চমাধ্যমিক উত্তীর্ণরা আবেদন করতে পারেন। **কী পড়বেন:** বেসিক ডিজাইন, টেকনিক্যাল ড্রয়িং, ওরিয়েন্টেশন ইন ম্যানুফ্যাকচারিং, থ্রি ডি জুয়েলারি ডিজাইনিং, পলিশড ডায়মন্ড অ্যান্ড জেমস গ্রেডিং, ইন্টারন্যাশনাল সিস্টেম অব গ্রেডিং, ইমপোর্ট-এক্সপোর্ট ম্যানেজমেন্ট ইত্যাদি বিষয় পড়তে হবে।

**কাজের সুযোগ:** পি সি জুয়েলার্স, শাহ বীরচাঁদ গোভানজি জুয়েলার্স, কিরণ জুয়েলার্সের মতো নামী প্রতিষ্ঠানে কাজের সুযোগ রয়েছে। দেশের বাইরেও বিভিন্ন জায়গায় কাজের সুযোগ রয়েছে। দক্ষ ও পেশাদার কর্মীদের ডিজাইনার, টেকনিশিয়ান, প্রোডাকশন ম্যানেজার, কোয়ালিটি কন্ট্রোল ম্যানেজার ইত্যাদি বিভিন্ন পদে চাকরির সুযোগ রয়েছে।

# ব্যবসা করে স্বনির্ভর হোন

সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে বর্তমান প্রজন্ম এখন ব্যবসা করতে শুরু করেছে। একটা সময় ছিল যখন চাকরি করার লক্ষ্য নিয়ে শিক্ষিত সম্প্রদায় তাদের কেরিয়ার গড়ে তুলত। কিন্তু সেই মনোভাবের পরিবর্তন হয়েছে। এখন সবাই চায় স্বনির্ভরভাবে নিজেকে উপস্থাপন করতে। ছোট করে আপনিও শুরু করতে পারেন আপনার ব্যবসা। দুধ থেকে ক্রিম তৈরি করে তার সাহায্যে অন্যান্য উপাদান তৈরি করতে পারেন। এর জন্য একটি নির্দিষ্ট মেশিনের প্রয়োজন। এর সাহায্যে আপনিও দুধ থেকে ক্রিম বের করে সেই ক্রিম থেকে ঘি, মাখন প্রভৃতি তৈরি করতে পারেন। আবার সেই ক্রিম সরাসরি প্যাকেটজাত করে বাজারে বিক্রিও করতে পারেন। অথবা কেক-পেস্ট্রি তৈরির বেকারিগুলিতেও সরবরাহ করতে পারেন।

কীভাবে করবেন: প্রথমে বাজার থেকে ঘন দুধ কিনে তা মেশিনের নির্দিষ্ট জায়গায় ঢেলে দিন। এবার মেশিন চালু করলে নিজে থেকেই দুধ থেকে ক্রিম বের হয়ে আলাদা পাত্রে জমা হবে। ওই নির্দিষ্ট মেশিনের মাধ্যমে ১ লিটার ঘন দুধ থেকে প্রায় ২৫০ গ্রাম ক্রিম বের করা সম্ভব। তবে দুধের ঘনত্বের তারতম্যের ওপর ক্রিম উৎপাদনের পরিমাণের তারতম্য হতে পারে। এই মেশিনটি ৪০ লিটার এবং ১০০ লিটার পর্যন্ত সাইজের হতে পারে। ৪০ এবং ৫০ লিটার পর্যন্ত সাইজের মেশিনের জন্য মোটর লাগবে ২ হর্সপাওয়ার এবং ১০০ লিটার সাইজের মেশিনের জন্য মোটর লাগবে ৫ হর্সপাওয়ার। বিদ্যুৎ লাগবে ২২০ থেকে ৪৪০ ভোল্ট।

কোন মেশিনের কী দাম: মোটরসমেত ৪০ লিটার সাইজের মেশিনের দাম ৪০ হাজার টাকা, ৫০ লিটার সাইজের মেশিনের দাম ৪৫ হাজার টাকা এবং ১০০ লিটার সাইজের মেশিনের দাম ৬০ হাজার টাকা।



target@কেরিয়ার
যুগশঙ্খ SUPPLI
বৃহস্পতিবার, ২৯ জুন ২০১৭

# ৩০ জুলাই প্যারামেডিক্যাল টেকনোলজি পরীক্ষা

দ্রুতগতিতে এগোচ্ছে সমাজ। সেই সঙ্গে যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে মানুষের চাহিদা বাড়ছে। সেই চাহিদা যেমন নিজের কেরিয়ারের উন্নতির জন্য তেমনি আবার বিভিন্ন ধরনের কোর্স করে নিজে স্বনির্ভর হওয়ার জন্যও। মানুষের সুবিধার্থে ও তাদের চাহিদার কথা মাথায় রেখে চিকিৎসাশাস্ত্রও উন্নত হচ্ছে। প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে আধুনিক হচ্ছে রোগনির্ণয় ব্যবস্থাও। বর্তমানে রোগ নির্ণয়ের জন্য ব্যবহৃত হচ্ছে সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি। এইসব আধুনিক যন্ত্রপাতি চালনার জন্য কর্মীর প্রয়োজন। আর সেইসব যন্ত্র চালনার জন্য রয়েছেন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত দক্ষ প্যারামেডিক্যাল কর্মীরা।

স্বাস্থ্যক্ষেত্রে চিকিৎসক, নার্সের পাশাপাশি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে তারা। যদিও প্রয়োজনের তুলনায় এ রাজ্যে প্রশিক্ষিত প্যারামেডিকদের সংখ্যা অনেক কম।

স্টেট মেডিক্যাল ফ্যাকাল্টি অব ওয়েস্ট বেঙ্গল প্যারামেডিক্যাল টেকনোলজির বিভিন্ন শাখায় প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে। এটি পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক গঠিত একটি স্বশাসিত প্রতিষ্ঠান। পড়ানো হয় সরকারি মেডিক্যাল কলেজ, হাসপাতাল ও পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক স্বীকৃত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে। ভর্তি নেওয়া হবে একটি প্রবেশিকা পরীক্ষার মাধ্যমে। পরীক্ষাটির নাম স্টেট মেডিক্যাল ফ্যাকাল্টি অব ওয়েস্ট বেঙ্গল এন্ট্রান্স এগজামিনেশন-২০১৭।

কী পড়বেন: স্টেট মেডিক্যাল ফ্যাকাল্টি অব ওয়েস্ট বেঙ্গল অনুমোদিত সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে প্যারামেডিক্যাল টেকনোলজির ২ বছরের ডিপ্লোমা কোর্স পড়া যায়। বিষয়গুলি হল ডিপ্লোমা ইন মেডিক্যাল ল্যাবরেটরি টেকনোলজি(ডিএমএলটি-টেক), ডিপ্লোমা ইন রেডিওগ্রাফি ডায়াগনস্টিক (ডিআরডি-টেক), ডিপ্লোমা ইন রেডিওগ্রাফি ডায়াগনস্টিক (ডিআরডি-টেক), ডিপ্লোমা ইন ফিজিওথেরাপি (ডিপিটি), ডিপ্লোমা ইন রেডিওথেরাপিউটিক টেকনোলজি (ডিআরটি), ডিপ্লোমা ইন অপ্টোমেট্রি উইথ অপথ্যালমিক টেকনিক (ডিওপিটি), ডিপ্লোমা ইন নিউরো ইলট্রো ফিজিওলজি (ডিএনইপি), ডিপ্লোমা ইন পারফিউশন টেকনোলজি (ডিপিএফটি), ডিপ্লোমা ইন ক্যাথ-ল্যাব টেকনিশিয়ান (ডিসিএলটি), ডিপ্লোমা ইন ডায়ালিসিস টেকনিক (ডায়ালিসিস টেকনিশিয়ান), ডিপ্লোমা ইন অপারেশন থিয়েটার টেকনোলজি (ডিওটিটি), ডিপ্লোমা ইন ডায়াবিটিস কেয়ার টেকনোলজি (ডিডিসিটি), ডিপ্লোমা ইন ইলেক্ট্রো কার্ডিওগ্রাফিক টেকনিক( ইসিজি টেকনিশিয়ান)। প্রতিষ্ঠানগুলির তালিকা পাবেন এই ওয়েবসাইটে: www.smfwb.in

২ বছরের কোর্স শেষে ৬ মাসের হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ বাধ্যতামূলক। প্রশিক্ষণ চলাকালীন প্রতি মাসে স্টাইপেন্ড বাবদ পাওয়া যাবে ২৭০০ টাকা।

কারা পড়তে পারেন: ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি ও বায়োলজিসহ বিজ্ঞান শাখায় উচ্চমাধ্যমিক বা সমতুল পাস তরুণ-তরুণীরা ভর্তির জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রতিটি বিষয়ে অন্তত পাস নম্বর থাকতে হবে। বয়স: ১-৯-২০১৭, তারিখে অন্তত ১৭ বছর হতে হবে। বয়সের কোনও ঊর্ধ্বসীমা নেই।

পড়ার খরচ: প্রতিষ্ঠানের তরফে জানানো হয়েছে ২ বছরের কোর্স ফি ৩০ হাজার টাকা। কাউন্সিলিংয়ের সময়ে প্রথম বছরের ফি-বাবদ ১৫ হাজার টাকা জমা দিতে হবে। দ্বিতীয় বর্ষের শুরুতে দিতে হবে বাকি ১৫ হাজার টাকা। শিক্ষাবর্ষ শুরু হলে ২৯ হাজার টাকা ফি দিতে হবে।

প্রার্থী বাছাই: স্টেট মেডিক্যাল ফ্যাকাল্টি অব ওয়েস্ট বেঙ্গল কর্তৃক অনুমোদিত মোট ৬০টি সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে উল্লিখিত ১৩টি প্যারামেডিক্যাল কোর্সে আসন সংখ্যা প্রায় ২০০০। এর মধ্যে সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলিতে আসন সংখ্যা ১১৫০টি। সব ক্ষেত্রেই সরকারি নিয়মানুসারে তফসিলি, ওবিসি এবং দৈহিক প্রতিবন্ধী প্রার্থীদের জন্য আসন সংখ্যা সংরক্ষিত হবে।

প্রার্থী বাছাই করা হবে স্টেট মেডিক্যাল ফ্যাকাল্টি অব ওয়েস্ট বেঙ্গল এন্ট্রান্স এগজামিনেশন-২০১৭ নামে একটি প্রবেশিকা পরীক্ষার মাধ্যমে। পরীক্ষা ৩০ জুলাই। পরীক্ষা গ্রহণ করা হবে দুটি পত্রে। প্রশ্ন হবে মাল্টিপল চয়েস ধরনের। নেগেটিভ মার্কিং নেই। প্রথম পত্রের (৫০ নম্বর) বিষয় ফিজিক্স ও কেমিস্ট্রি। দ্বিতীয় পত্রের (৫০ নম্বর) বিষয় বায়োলজি। প্রথম পত্রের পরীক্ষা সকাল ১১টা থেকে দুপুর সাড়ে ১২টা পর্যন্ত, দ্বিতীয় পত্রের পরীক্ষা দুপুর ১টা ৩০ মিনিট থেকে বিকেল ৩ টে পর্যন্ত। পরীক্ষায় অ্যাডমিট কার্ড ২০ জুলাই থেকে ডাউনলোড করা যাবে এই ওয়েবসাইট থেকে www.smfwbee.in

পরীক্ষার নেওয়া হবে নিম্নলিখিত জেলাগুলির বিভিন্ন কেন্দ্রে (ব্র্যাকেটে ডিস্ট্রিক্ট কোড): কলকাতা (০১), বাঁকুড়া (০২), বর্ধমান (০৩), শিলিগুড়ি (০৪), মেদিনীপুর (০৫), মালদা (০৬), নদিয়া (০৭) এবং মুর্শিদাবাদ (০৮)। প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে তৈরি মেধাতালিকা অনুযায়ী কাউন্সেলিংয়ের মাধ্যমে কোর্স নির্দিষ্ট করা হবে। সেশন শুরু সেপ্টেম্বরে।

চাকরির সুযোগ: প্রশিক্ষিত এবং দক্ষ প্যারামেডিক্যাল কর্মীর চাকরির সুযোগ আছে সরকারি ও বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে, মাল্টিস্পেশ্যালিটি ও সুপার স্পেশ্যাললিটি হাসপাতাল ও নার্সিংহোম এবং বিভিন্ন ডায়াগনস্টিক সেন্টারে। প্রধানত মেডিক্যাল ল্যাব টেকনিশিয়ান, রেডিওলজিস্ট, স্পিচ থেরাপিস্ট, অডিওলজিস্ট এবং রেসপিরেটর থেরাপিস্ট পদে চাকরির সুযোগ রয়েছে। শিল্প-বাণিজ্য ও পরিষেবা সংস্থায় চিকিৎসা বিভাগেও বিভিন্ন শাখার প্যারামেডিক্যাল কর্মীদের নিয়োগ করা হয়। এছাড়া টেকনিক্যাল সুপারভাইজার, ল্যাবরেটরি টেকনিশিয়ান, মেডিক্যাল টেকনোলজিস্ট পদে নিয়োগ করা হয় ন্যাশনাল আর্বান হেলথ মিশন, ন্যাশনাল হেলথ মিশন, টিউবারকিউলোসিস কন্ট্রোল প্রোগ্রামের মতো বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পে। উল্লেখ্য, গত আর্থিক বছরে প্রচুর সংখ্যক প্যারামেডিক্যাল কর্মী নিয়োগ করেছে বিভিন্ন জেলার স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ সমিতি। বিভিন্ন জেলায় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ সমিতি দেশের সামরিক ও আধাসামরিক বাহিনী (সিআরপিএফ), বিএসএফ, আইটিবিপি, সিআই এসএফ), এবং রেলে প্যারামেডিক্যাল কর্মী নিয়োগ করেছে। দেশের সামরিক ও আধা-সামরিক বাহিনী (সিআরপিএফ, বিএসএফ, আটিবিপি, সিআইএসএফ), এবং রেলেও প্যারামেডিক্যাল কর্মী নিয়োগ করা হয়।

আবেদনের পদ্ধতি:

অনলাইন আবেদন করতে হবে এই দুটি ওয়েবসাইটের যে কোনও একটির মাধ্যমে। www.smfwb.in বা www.smfwbee.in প্রার্থীর বৈধ ই-মেল আইডি থাকতে হবে। অনলাইনে আবেদনের শেষ তারিখ ২ জুলাই। মনে রাখবেন, অনলাইন আবেদনের সময় প্রার্থীর রঙিন ফোটো (হালকা রঙের ব্যাকগ্রাউন্ডে) স্ক্যান করে (১০ থেকে ১০০ কেবি সাইজের মধ্যে) আপলোড করতে হবে। ফোটোটি ১-১২-২০১৬ তারিখের পরে তোলা হতে হবে। সেই সঙ্গে স্ক্যান করে (৩ থেকে ৩০ কেবি সাইজের মধ্যে) আপলোড করতে হবে, প্রার্থীর সই থাকা আবশ্যক।

ফি-বাবদ অনলাইন বা অফলাইন ব্যবস্থায় দিতে হবে ৫০০ টাকা। ফি জমা দেওয়া যাবে অফলাইনে স্টেট ব্যাংক অব ইন্ডিয়ার ই-চালানের মাধ্যমে। চালান ডাউনলোড করে নেবেন উপরোক্ত ওয়েবসাইট থেকে। অনলাইনে ফি জমা দেওয়া যাবে নেট ব্যাংকিং বা ক্রেডিট বা ডেবিট কার্ডের মাধ্যমে। অনলাইনে ফি জমা দেওয়ার পর ই-রিসিপ্টের এক কপি প্রিন্টআউট নিয়ে নিজের কাছে রেখে দেবেন।

অনলাইনে আবেদনপত্র সাবমিটের পর একটি অ্যাপ্লিকেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড পাওয়া যাবে। এগুলি লিখে রাখবেন। সেই সঙ্গে পূরণ করা আবেদনপত্র এবং কনফার্মেশন পেজের এক কপি করে প্রিন্টআউট নিয়ে নেবেন। পূরণ করা আবেদনপত্রের প্রিন্টআউটটি পাঠাতে হবে।

আবেদনপত্রের প্রিন্টআউটের সঙ্গে দেবেন: ১) উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় মার্কশিট এবং মাধ্যমিকের অ্যাডমিট কার্ডের প্রত্যয়িত নকল। ২) প্রযোজ্য ক্ষেত্রে কাস্ট, ওবিসি সার্টিফিকেট, দৈহিক প্রতিবন্ধকতার সার্টিফিকেটের প্রত্যয়িত নকল। ৩) ব্যাংক চালানের নকল (অফলাইনে ফি জমা দিয়ে থাকলে)।

প্রয়োজনীয় নথিপত্রসহ আবেদনের প্রিন্টআউট ৩ জুলাইয়ের মধ্যে সাধারণ ডাকে পৌঁছতে হবে এই ঠিকানায়: Post Bag No.99, GPO, Kolkata-700001. প্রয়োজনে যোগাযোগ করতে পারেন এই ঠিকানাতেও: ১৪ সি, বেলেঘাটা মেন রোড, কলকাতা-৭০০০০৮৫। ফোন (০৩৩) ২৩৭২-০১৮৫।

যুগশঙ্খ SUPPLI team
টা র্গে ট @ কে রি য়া র
**শর্মিলা চন্দ্র** (কো-অর্ডিনেটর ও সাব-এডিটর), **তন্ময় মণ্ডল** (সাব-এডিটর),
**বিপাশা চক্রবর্তী, সালমা আহমেদ**

target@ কেরিয়ার

যুগশঙ্খ SUPPLI

বৃহস্পতিবার, ২৯ জুন ২০১৭

কেরিয়ার সিলেকশন

# পেশা যখন ব্র্যান্ড ম্যানেজমেন্ট

ব্যবসার ধ্যান-ধারণা বদলেছে। এসেছে অনেক নতুন পদ্ধতি। সেই পদ্ধতির উপরে ভর করে ব্যবসায়ীরা শুরু করেছেন নতুন মুনাফা লাভের উপায়। পণ্য বিপণনটাই শেষ কথা নয়, ব্যবসা করতে গেলে গ্রাহককে কম দামে দিতে হবে বেশি আনন্দ। আপনার ব্যবসা থেকে আপনাকে মুনাফা পেতে হবে। সঙ্গে গ্রাহকদের দিতে হবে পূর্ণ সন্তুষ্টি। বড় বড় কোম্পানি এখন এই ব্র্যান্ড ম্যানেজমেন্টেই বিশ্বাসী। মানুষের চাহিদা গগনচুম্বী। গুণগত মান ভালো, এমন পণ্য কিনতে আগ্রহী সকলেই। দাম নিয়ে মাথা ঘামান না গ্রাহকরা। তাঁদের এই মানসিকতাকে কাজে লাগিয়েই ব্র্যান্ড ম্যানেজমেন্ট। ম্যানেজমেন্ট নিয়ে পড়াশোনা তো অনেকেই করেন। কিন্তু, ব্র্যান্ড ম্যানেজমেন্টের উপরেও করা যায় পড়াশোনা। চাইলে আপনিও হয়ে উঠতে পারেন ব্র্যান্ড ম্যানেজার।

এই পেশায় আসতে গেলে জানতে হবে কাজের ধরন-ধারণ। পণ্য উৎপাদক কোম্পানিগুলি তাদের গোটা বিশ্বের গ্রাহককে সুবিধা দেওয়ার জন্য সদা ব্যস্ত। ক্রেতাদের দৈনন্দিন জীবনে কোম্পানি প্রবেশ করতে চায়। খুঁটিনাটি সব তথ্য জোগানোর জন্য প্রস্তুত থাকে তারা। তার জন্য কোন পণ্য ব্যবহার করা হবে, সেটা নির্ধারণ করাটাই ব্র্যান্ড ম্যানেজমেন্টের কাজ। কোন অঞ্চলের ভৌগোলিক চাহিদা কী রকম, তার উপরে নির্ভর করে সেই অঞ্চলের ব্র্যান্ড। অঞ্চলের অনুপাতে মার্কেট সার্ভে করে নিতে হবে প্রথমে। এলাকার গড় মানুষ কী পণ্য ব্যবহার করেন, সেটা জানাও জরুরি। বিক্রি করতে গেলে প্রথমে প্রয়োজন ক্রেতার মানসিকতা বোঝা। কত পরিমাণ পণ্য সেই অঞ্চলে দরকার, সেটাও বুঝে নিতে হবে।

মার্কেট সার্ভে করে জানা যাবে কোন পণ্যটার উপরে কোম্পানি বিনিয়োগ করবে। পরবর্তী ধাপে আসবে বিজ্ঞাপন। নিয়মিত প্রচারের মাধ্যমে পণ্যটির উপরে ক্রেতাদের বিশ্বাস আনতে হবে। কতখানি প্রয়োজন, কেন প্রয়োজন সেগুলিও বোঝাতে হবে গ্রাহকদের। চাহিদার প্রয়োজন বুঝতে পারলে কাজটা অনেকটাই সহজ হয়ে যায়। একজন ব্র্যান্ড ম্যানেজারকে সবসময় নেতৃত্ব দিতেই হয়। তাঁর উপরে ভরসা করা উচিত অন্যান্যদের। তবে যিনি লিডার হবেন, তাঁকে অন্যান্য মানুষদের খুব ভালো নিয়ন্ত্রণ করতে পারতে হবে। তিনি যা সিদ্ধান্ত নেবেন, সেটাই কার্যকরী হবে। ব্র্যান্ডটিকে যিনি প্রতিনিধিত্ব করবেন, তাঁকে দ্রব্যটির সূচক নিয়ন্ত্রণও করতে হবে। বিপণনের প্রসারের দায়িত্ব থাকবে তাঁর উপর। প্রোডাকশন, ম্যানেজমেন্ট ও প্যাকেজিং— সব কিছুর দায়িত্ব থাকবে এই ম্যানেজমেন্টের উপর।

এই পেশার বিস্তৃতি অনেক বড়। কোনও ব্র্যান্ডকে ব্যবহার করে সঠিক পথে পরিচালনা করতে হবে। ব্র্যান্ডের সঠিক বাণিজ্য করতে প্রয়োজন ‘লোগো’। একটা লোগো ব্র্যান্ডকে সেরা করে তুলতে পারে। যদি কেউ এই পেশায় যোগ দিতে চান, তবে তাঁকে একজন সেলস টিমের সদস্য হিসাবে যোগ দিতে হবে। এরপর নিজের মার্কেটিং জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে এগোতে হবে। যিনি যত বেশি বিপণন করতে পারবেন, তিনি হবেন সেরা ম্যানেজার। স্কিলের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে পদের উন্নতি হবে। তবে বেসরকারি ব্যাংকেই এই ব্র্যান্ড ম্যানেজারের পদের জন্য চাহিদা বেশি। বিভিন্ন ম্যাল্টি ন্যাশনাল কোম্পানিতে ব্র্যান্ড ম্যানেজারের পদ অত্যন্ত দায়িত্বপূর্ণ পদ। ধীরে ধীরে সরকারি ব্যাংকেও এই পদ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে।

**যে সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ব্র্যান্ড ম্যানেজমেন্ট পড়ানো হয়, তার হদিশ দেওয়া হল এবারের ‘উত্তরণে’। চাইলে আপনিও হতে পারেন কোনও মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানির ব্র্যান্ড ম্যানেজার।**

**১) ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট, ডায়মন্ড হারবার রোড, কলকাতা ৭০০১০৪।**

**২) ভারতীয় বিদ্যাভবন, ব্লক-এফএ, সেক্টর-থ্রি, সল্টলেক, কলকাতা ৭০০০৯৭।**

কোনও ব্র্যান্ড যখন পরিচিতি লাভ করে যায়, তার দাম অনেক বেড়ে যায়। সেই ব্র্যান্ডকে কিনে নিতে পারে অন্য কোম্পানি। তখন সেই কোম্পানির পরিচিতি লাভে সাহায্য করে ব্র্যান্ড। যার জন্য ব্র্যান্ডের কোম্পানি অনেক রোজগার করতেই পারে। ব্র্যান্ডিংয়ের অনেক প্রকারভেদ রয়েছে। যেমন— কর্পোরেট কোম্পানি যদি ব্র্যান্ড ব্যবহার করে, তবে তা হয় কর্পোরেট ব্র্যান্ডিং। পরস্পর সম্বন্ধীয় পণ্যের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হলে তাকে বলে ফ্যামিলি ব্র্যান্ডিং। একটি নির্দিষ্ট কোম্পানির বিভিন্ন পণ্যের উপরে বিভিন্ন নাম থাকলে তাকে বলা হয় ইন্ডিভিজুয়াল ব্র্যান্ডিং।

এই পেশায় আসতে গেলে প্রার্থীকে স্নাতকে ন্যূনতম ৫৫ শতাংশ নম্বর নিয়ে পাশ করতে হবে। সঙ্গে এমবিএ যোগ্যতাস্বরূপ ক্যাট অথবা ম্যাট পরীক্ষায় পাশ করা বাধ্যতামূলক। মার্কেটিং বিভাগে থাকতে গেলে ব্র্যান্ড ম্যানেজমেন্ট সবচেয়ে উপযুক্ত দিক। এই পদ থেকে উপার্জন করতে পারেন। তবে সবটাই মান, প্রার্থীর যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতার উপরে নির্ভরশীল। শুরুতেই দশ থেকে পনেরো হাজার টাকা বেতন পাওয়া যেতে পারে। পরবর্তীকালে সংস্থার মান উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বেতনও বৃদ্ধি হয়। তখন ২৫ থেকে ৩০ হাজার টাকা পর্যন্ত মাসিক বেতন পাওয়া যেতেই পারে।

**সৌম্য মুখোপাধ্যায়**

## কেরিয়ার জিজ্ঞাসা

● মাছ রপ্তানির বিষয়ে জানতে আগ্রহী। এর জন্য কোথায় যোগাযোগ করতে হবে?

*দিব্যেন্দু মাইতি, নদিয়া*

মেরিন প্রোডাক্টস এক্সপোর্ট ডেভেলপমেন্ট কলকাতার অফিসে যোগাযোগ করতে পারেন। ঠিকানা: ফ্ল্যাট নম্বর ৪ বি, মারুতি বিল্ডিং, ১২ লাউডন স্ট্রিট, কলকাতা-১৭। ওয়েবসাইট: www.mpeda.com

● রপ্তানি ব্যবসায় ট্রেনিং নিয়ে ব্যবসা করতে চাই। এই বিষয়ে বিস্তারিত ভাবে জানালে উপকৃত হব।

*নেপাল দাস, উত্তর ২৪ পরগণা*

নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে এক্সপোর্ট-ইমপোর্ট ম্যানেজমেন্টের ১ বছরের পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা কোর্স পড়ায় এন্টারপ্রাইজ ডেভেলপমেন্ট ইনস্টিটিউট। পড়া যায় দূরশিক্ষা ব্যবস্থায়। প্রতি রবিবার এন্টারপ্রাইজ ডেভেলপমেন্টের ক্লাস হয়। যে কোনও শাখার গ্র্যাজুয়েটরাই কোর্সটি পড়তে পারেন। ফি ১২ হাজার টাকা।

এন্টারপ্রাইজ ডেভেলপমেন্ট ইনস্টিটিউটে বিভিন্ন সময়ে রপ্তানি-বিষয়ক ৫ সপ্তাহের স্বল্পমেয়াদি প্রশিক্ষণেরও আয়োজন করা হয়। মাধ্যমিক পাস হলেই এই কোর্সটি করা যায়। ফি ৫ হাজার টাকা। সপ্তাহে ক্লাস হবে তিন দিন।

প্রশিক্ষণ-সংক্রান্ত আরও তথ্যের জন্য যোগাযোগ করতে পারেন এই ঠিকানায়: এন্টারপ্রাইজ ডেভেলপমেন্ট ইনস্টিটিউট, আই বি-১৯৪, সল্টলেক, কলকাতা-১৯৪। ফোন: ২৩৩৫-৭৬৮১, ২৩৩৫-৭২৫৮। রপ্তানি-বিষয়ক সাম্প্রতিক নানা তথ্যের জন্য যোগাযোগ করতে পারেন এই ঠিকানায়, ওয়েস্ট বেঙ্গল এক্সপোর্ট প্রোমোশন সোসাইটি, ২ চার্চ লেন, রুম নম্বর-৪০১, পঞ্চম তল, কলকাতা-১, ফোন-২২৪৩-৯১৮৮।

এক্সপোর্ট লাইসেন্সের জন্য যোগাযোগের ঠিকানা: অফিস অব দ্য জয়েন্ট ডিরেক্টর অব ফরেন ট্রেড, ৪ এসপ্ল্যানেড ইস্ট, কলকাতা-৬৯। ফোন: ২২৪৮-৬৮৩১/৩২/৩৩

● গড়ে মাসে ১০ হাজার টাকা উপার্জনের মৌমাছি উপার্জনের উপযোগী মৌমাছি পালন ও মধু উৎপাদনের জন্য কত মূলধনের দরকার হতে পারে। জানালে উপকৃত হব।

*শঙ্কর দাস, বীরভূম*

মধু সংগ্রহ করা যায় অক্টোবর থেকে জুন মাস পর্যন্ত। এই ৯ মাসে উৎপাদিত মধু বিক্রি করে বছরে কম-বেশি ১ লক্ষ ২০ হাজার মাসে ১০ হাজার টাকা উপার্জনের ব্যবস্থা করতে হলে অন্তত ৫০টি মৌ-বাক্সে মৌমাছি পালন করতে হবে। প্রতিটি বাক্সের দাম কমবেশি ২৫০০ টাকা। অর্থাৎ বাক্সবাবদ ১ লক্ষ ২৫ হাজার টাকার দরকার। সঙ্গে মধু নিষ্কাশনের জন্য প্রয়োজন মেশিন, বাক্স বসানোর টুল এবং আনুষঙ্গিক অন্যান্য সরঞ্জাম বাবদ আরও অন্তত ৪০ হাজার টাকার প্রয়োজন। চলতি মূলধন বাবদ অন্তত ১০ হাজার টাকা হাতে রাখতে হবে। অর্থাৎ সব মিলিয়ে ব্যবসার শুরুতে অন্তত ১ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা বিনিয়োগ করতে হবে।

● বিভিন্ন প্রজাতির গোলাপ ও সেগুলির চাষ পদ্ধতি সম্পর্কে জানতে আগ্রহী। ভবিষ্যতে কাট ফ্লাওয়ারের ব্যবসা করার পরিকল্পনা রয়েছে।

*দেব হাজরা, ব্যারাকপুর*

এই বিষয়ে জানতে হলে আপনি বেঙ্গল রোজ সোসাইটিতে যোগাযোগ করতে পারেন। এই সোসাইটির সদস্যরা বিভিন্ন প্রজাতির গোলাপ ফুটিয়ে থাকেন। আপনি ইচ্ছে করলে সোসাইটির সদস্য হতে পারেন। সোসাইটি থেকে বিশেষ প্রজাতির গোলাপ চাষের পদ্ধতি জানার সুযোগ আছে। ঠিকানা: ৩৭০/১ কিউ, এন এস সি বোস রোড, কলকাতা-৪৭। ফোন: ২৪৭১-২৮৭৫। ওয়েবসাইট: www.bengalrose.in

target@ কেরিয়ার
যুগশঙ্খ SUPPLI
বৃহস্পতিবার, ২৯ জুন ২০১৭

# এলাহাবাদ হাইকোর্টে ১৯৫৫ কর্মী নিয়োগ

বিভিন্ন পদে ১৯৫৫ জন কর্মী নেবে এলাহাবাদ হাইকোর্ট। উত্তরপ্রদেশের ২১২টি ফাস্ট ট্র্যাক কোর্ট, ৩৮টি অ্যাডিশনাল কোর্ট এবং এলাহাবাদ কোর্টের আওতাধীন জেলা আদালতগুলিতে নিয়োগ হবে। নিয়োগ করা হবে এই সমস্ত পদে— পার্সোনাল অ্যাসিস্ট্যান্ট, রিডার, মুনসারিম, স্যুট ক্লার্ক, মিসলেনিয়াস ক্লার্ক, অর্ডারলি, পিওন, আইটি সাপোর্টিং স্টাফ। আইটি সাপোর্টিং স্টাফ নিয়োগ হবে চুক্তির ভিত্তিতে বিভিন্ন জেলা আদালতে। উত্তরপ্রদেশে বসবাসকারী প্রার্থীরাই কেবল সংরক্ষণের যাবতীয় সুযোগ-সুবিধা পাবেন। পশ্চিমবঙ্গের প্রার্থীরা সাধারণ ক্যাটেগরির প্রার্থী হিসাবে বিবেচিত হবেন। এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নম্বর: 01/Class-III/Class-IV & Contractual ICT/2017.

শূন্যপদের বিন্যাস: পোস্ট কোড ০১: পার্সোনাল অ্যাসিস্ট্যান্ট: মোট শূন্যপদ : ২৫০ টি। শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক। সঙ্গে স্টেনোগ্রাফিতে ডিপ্লোমা বা সার্টিফিকেট এবং ডোয়েক বা এনআইইএলআইটি স্বীকৃত কম্পিউটার কোর্স সার্টিফিকেট থাকতে হবে। পাশাপাশি শর্টহ্যান্ডে ইংরেজিতে মিনিটে ১০০টি শব্দ বা হিন্দিতে মিনিটে ৮০টি শব্দের দক্ষতা এবং কম্পিউটার টাইপিংয়ে ইংরেজিতে মিনিটে ৪০টি শব্দ বা হিন্দিতে মিনিটে ৩০টি শব্দ টাইপ করার দক্ষতা থাকতে হবে। বয়স: ১৮ থেকে ৪০ বছরের মধ্যে হতে হবে। বেতন: মাসিক ২৮,৮০০ টাকা। পোস্ট কোড ০২: রিডার: মোট শূন্যপদ: ২৫০টি। মুনসারিম: মোট শূন্যপদ: ২৫০টি। স্যুট ক্লার্ক: মোট শূন্যপদ: ২৫০টি। মিসলেনিয়াস ক্লার্ক: মোট শূন্যপদ: ২৫০টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: সবকটি পদের ক্ষেত্রেই উচ্চমাধ্যমিকসহ ডোয়েক বা এন আই ই এল আই টি স্বীকৃত কম্পিউটার কোর্স সার্টিফিকেট থাকতে হবে। সেইসঙ্গে কম্পিউটারে ইংরেজিতে মিনিটে ৩০টি শব্দ বা হিন্দিতে মিনিটে ২৫টি শব্দ টাইপ করার দক্ষতা থাকতে হবে। বয়স: ১৮ থেকে ৪০ বছরের মধ্যে হতে হবে। বেতন: রিডার ও মুনসারিমের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট মাসিক বেতন ২৪,২০০ টাকা এবং স্যুট ক্লার্ক ও মিসলেনিয়াস ক্লার্কের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট মাসিক বেতন ২১,১৫০ টাকা।

পোস্ট কোড: ০৩: অর্ডারলি: মোট শূন্যপদ: ২৫০টি। পিওন: মোট শূন্যপদ ২৫০টি। শিক্ষাগত যোগ্যতা: ক্লাস এইট পাস। বয়স:১৮ থেকে ৪০ বছরের মধ্যে হতে হবে। বেতন: নির্দিষ্ট মাসিক ১৫,০০০ টাকা। পোস্ট কোড: ০৪: আইটি সাপোর্টিং স্টাফ: মোট শূন্যপদ: ২০৫টি। শিক্ষাগত যোগ্যতা: কম্পিউটার সায়েন্স বা সমতুল বিষয়ে বিই বা সমতুল অথবা এমসিএ বা এমএসসি অথবা যে কোনও শাখায় স্নাতক। সঙ্গে ডোয়েক বা এনআইইএলআইটি স্বীকৃত 'বি' লেভেল সার্টিফিকেট কোর্স পাস। বয়স: ৩০ বছরের মধ্যে হতে হবে। বেতন: নির্দিষ্ট মাসিক ৫০,০০০ টাকা।

সবক্ষেত্রেই ১-৭-২০১৬ তারিখের হিসাবে বয়স ধার্য হবে। প্রার্থী বাছাই করা হবে লিখিত পরীক্ষা এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে শর্টহ্যান্ড টেস্ট এবং কম্পিউটার টাইপ টেস্টের মাধ্যমে। পরীক্ষাকেন্দ্র উত্তরপ্রদেশের ৩২টি শহরের যে কোনও একটিতে। পরীক্ষাকেন্দ্রের তালিকা এবং বিস্তারিত সিলেবাস পাবেন এই ওয়েবসাইটে: www.allahabadhigh-court.in. অনলাইন দরখাস্ত করতে হবে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে: www.allahabad-highcourt.in । প্রার্থীর চালু ই-মেল আইডি থাকতে হবে। অনলাইন দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩ জুলাই। অনলাইন দরখাস্ত পূরণের সময় প্রার্থীর স্ক্যান করা পাসপোর্ট মাপের রঙিন ফোটো ও সই আপলোড করতে হবে। ফি-বাবদ দিতে হবে অর্ডারলি ও পিওন পদের ক্ষেত্রে ৫০০ টাকা এবং বাকি পদগুলির ক্ষেত্রে ৭৫০ টাকা। ব্যাংক চার্জ অতিরিক্ত। চালানের মাধ্যমে ফি জমা দিতে হবে স্টেট ব্যাংক অব ইন্ডিয়ার যে কোনও শাখায় এই অ্যাকাউন্ট নাম্বারে: ৩৪০৫৪৫৮০১৯৯। চালানের প্রিন্টআউট পাবেন উপরোক্ত ওয়েবসাইট থেকে। চালান ডাউনলোড করার পরবর্তী ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে ফি জমা দিতে হবে অথবা নেট ব্যাংকিং, ডেবিট কার্ড, ক্রেডিট কার্ডের সাহায্যে অনলাইন পদ্ধতিতেও ফি জমা দেওয়া যাবে। যথাযথভাবে পূরণ করা দরখাস্ত সাবমিট করার পর দরখাস্তের দু'কপি সিস্টেম জেনারেটেড প্রিন্টআউট নিয়ে নেবেন। এটি কোথাও পাঠাতে হবে না। নিজের কাছে রাখতে হবে, পরে কাজে লাগবে। আরও বিস্তারিত জানতে ওপরের ওয়েবসাইট দেখুন।

# ১০৫ জুনিয়র অ্যাসিস্ট্যান্ট নিয়োগ করবে এয়ারপোর্টস অথরিটি অব ইন্ডিয়া

জুনিয়র অ্যাসিস্ট্যান্ট (ফায়ার সার্ভিস) পদে ১০৫ জন কর্মী নেবে এয়ারপোর্টস অথরিটি অব ইন্ডিয়া। নিয়োগ করা হবে পূর্বাঞ্চলীয় রিজিয়নের পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, ওড়িশা, ছত্তিশগড়, ঝাড়খণ্ড, আন্দামান, নিকোবর এবং সিকিমে। শুধুমাত্র সংশ্লিষ্ট রাজ্যের স্থায়ী বাসিন্দারাই আবেদনের যোগ্য। প্রথমে চার মাসের ট্রেনিং। ট্রেনিং চলাকালীন নির্দিষ্ট হারে স্টাইপেন্ড পাওয়া যাবে। কলকাতায় পরীক্ষাকেন্দ্র আছে। এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নম্বর: ০২/২০১৭/ER-Rectt. (Jr.Astt( FS).

শূন্যপদের বিন্যাস: মোট শূন্যপদ ১০৫টি (সাধারণ ৫৬, তফসিলি জাতি ১৩, তফসিলি উপজাতি ১৭, ওবিসি ১৯)। শিক্ষাগত যোগ্যতা: মাধ্যমিক, সেই সঙ্গে ৫০% নম্বরসহ মেকানিক্যাল বা অটোমোবাইল বা ফায়ার ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ডিপ্লোমা অথবা ৫০% নম্বরসহ উচ্চমাধ্যমিক। উচ্চমাধ্যমিকে অন্যতম বিষয় হিসাবে কম্পিউটার সায়েন্স পড়ে থাকলে বা এনসিসিবি সার্টিফিকেট থাকলে অথবা রেগুলার বা এভিয়েশন বা ইন্ডাস্ট্রিয়াল ফায়ার সার্ভিসের অভিজ্ঞতা থাকলে অথবা এয়ারপোর্টস অথরিটি অব ইন্ডিয়া ফায়ার ট্রেনিং এস্টাব্লিশমেন্ট থেকে বেসিক ফায়ার ফাইটিং ট্রেনিং কোর্স করে থাকলে বা নাগপুরের ন্যাশনাল ফায়ার সার্ভিস কলেজ থেকে সাব ফায়ার অফিসার কোর্স করে থাকলে অগ্রাধিকার। এর পাশাপাশি বৈধ হেভি ভেহিক্যাল ড্রাইভিং লাইসেন্স বা ১৭-৬-২০১৭ তারিখ অনুসারে ১ বছরের পুরনো মিডিয়াম ভেহিক্যাল ড্রাইভিং লাইসেন্স অথবা ২ বছরের পুরনো লাইট মোটর ভেহিক্যাল ড্রাইভিং লাইসেন্স থাকতে হবে।

দৈহিক মাপজোক : উচ্চতা: পুরুষদের ক্ষেত্রে অন্তত ১৬৭সেমি এবং মহিলাদের ক্ষেত্রে অন্তত ১৫৭ সেমি। ওজন: পুরুষদের ক্ষেত্রে অন্তত ৫৫ কেজি, মহিলাদের ক্ষেত্রে ৪৫ কেজি। বুকের ছাতি (শুধু পুরুষদের ক্ষেত্রে) না ফুলিয়ে এবং ফুলিয়ে যথাক্রমে ৮১ সেমি ও ৮৬ সেমি। পার্বত্য অঞ্চলের প্রার্থীরা উচ্চতা ও বুকের ছাতির মাপে ৩ সেমি ছাড় পাবেন। দৃষ্টিশক্তি: চশমা ছাড়া দূরের ক্ষেত্রে উভয় চোখে ৬/৬ এবং কাছের ক্ষেত্রে এন-৫ মানের হতে হবে। বর্ণান্ধতা, ভাঙা হাঁটু, চ্যাটালো পায়ের পাতা, ধনুকাকৃতি পা, তির্যক চাউনি এবং রাতকানা রোগ থাকা চলবে না। প্রার্থীকে শারীরিকভাবে সুস্থ হতে হবে।

বয়স: ৩০-৬-২০১৭ তারিখের হিসাবে বয়স হতে হবে ১৮ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে। তফসিলিরা ৫, ওবিসিরা ৩ এবং প্রাক্তন সমরকর্মীরা সরকারি নিয়মানুসারে বয়সের ছাড় পাবেন। বেতন: ১২৫০০-২৮৫০০ টাকা। সঙ্গে অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা। প্রার্থী বাছাই করা হবে কম্পিউটারভিত্তিক অনলাইন পরীক্ষা, দৈহিক মাপজোখ যাচাই, ড্রাইভিং টেস্ট এবং দৈহিক সক্ষমতা যাচাইয়ের মাধ্যমে। পরীক্ষার ই-অ্যাডমিট কার্ড ডাউনলোড করা যাবে এই ওয়েবসাইট থেকে: www.aai.aero । অনলাইনে আবেদন করতে হবে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে: www.aai.aero । অনলাইনে আবেদন করা যাবে ১৯ জুলাই পর্যন্ত। প্রার্থীর চালু ই-মেল আইডি থাকতে হবে। অনলাইন আবেদনের সময় প্রার্থীর জেপিজি বা জেপেগ ফরম্যাটে স্ক্যান করা পাসপোর্ট মাপের রঙিন ফোটো, কালো কালিতে করা সই, শিক্ষাগত যোগ্যতার যাবতীয় নথিপত্র, কাস্ট ও ওবিসি সার্টিফিকেট, কাজের অভিজ্ঞতার সার্টিফিকেট, ড্রাইভিং লাইসেন্স, দৈহিক মাপজোখের প্রমাণপত্র, প্রাক্তন সমরকর্মীদের ক্ষেত্রে ডিসচার্জ সার্টিফিকেট আপলোড করতে হবে। অনলাইন আবেদনের সময় একটি রেজিস্ট্রেশন নম্বর পাওয়া যাবে, এটি লিখে রাখতে হবে। পরে কাজে লাগবে। ফি-বাবদ দিতে হবে ৪০০ টাকা। তফসিলি এবং মহিলা প্রার্থীদের কোনও ফি লাগবে না। ফি জমা দিতে হবে অনলাইনে ডেবিট কার্ড, ক্রেডিট কার্ড অথবা নেট ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে। অনলাইনে ফি জমা দেওয়ার পর পাওয়া ই-রিসিপ্টের এক কপি প্রিন্টআউট নিয়ে নেবেন। এটি কোথাও পাঠাতে হবে না। ফি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ২১ জুলাই। অনলাইনে দরখাস্ত যথাযথভাবে পূরণ করে সাবমিটের পর রেজিস্ট্রেশন স্লিপের এক কপি প্রিন্টআউট নিয়ে নেবেন। এটি কোথাও পাঠাতে হবে না। নিজের কাছে রাখতে হবে, পরে কাজে লাগবে। বিস্তারিত আরও তথ্যের জন্য ওপরের ওয়েবসাইট দেখুন।

# গারুলিয়া পুরসভায় চাকরি

শিক্ষক, ক্লার্ক, মজদুর, ড্রাইভারসহ বিভিন্ন পদে ৫৭ জন কর্মী নেবে গারুলিয়া পুরসভা। শূন্যপদ: শিক্ষক: হিন্দি মাধ্যম: ৪টি (সাধারণ ১, সাধারণ- ইসি ১, সাধারণ দৈহিক প্রতিবন্ধী ১, তফসিলি জাতি প্রাক্তন সমরকর্মী ১)। বাংলা মাধ্যম: ২টি (সাধারণ ১, তফসিলি জাতি প্রাক্তন সমরকর্মী ১)। উর্দু মাধ্যম: ১টি (ওবিসি-এ ইসি ১)। শিক্ষাগত যোগ্যতা: মাধ্যমিক। সঙ্গে স্বীকৃত কোনও প্রতিষ্ঠান থেকে জুনিয়র বেসিক ট্রেনিং নিয়ে থাকতে হবে। প্রশিক্ষণহীন প্রার্থীরাও আবেদনের যোগ্য। সেক্ষেত্রে চাকরিতে যোগদানের ৫ বছরের মধ্যে জুনিয়র বেসিক ট্রেনিং নিতে হবে। পাম্প অপারেটর: ৯ টি (সাধারণ-ইসি ১, সাধারণ দৈহিক প্রতিবন্ধী ১, তফসিলি জাতি -ইসি ১, তফসিলি জাতি প্রাক্তন সমরকর্মী ১, তফসিলি জাতি ১, ওবিসি-এ ১, ওবিসি-এ-ইসি ১, ওবিসি-বি ১)। শিক্ষাগত যোগ্যতা ক্লাস এইট, সঙ্গে ইলেকট্রিক্যাল ট্রেডে আই সার্টিফিকেট কোর্স পাস। ক্লার্ক: ৩টি (সাধারণ ১, তফসিলি জাতি ১, ওবিসি-এ ১)। শিক্ষাগত যোগ্যতা: মাধ্যমিক। টাইপিং এবং কম্পিউটারের জ্ঞান থাকলে অগ্রাধিকার। বয়স: ১-১-২০১৭ তারিখের হিসাবে ১৮ থেকে ৪০ বছরের মধ্যে হতে হবে। বেতন: ৫৪০০-২৫২০০ টাকা। গ্রেড পে শিক্ষক এবং পাম্প অপারেটর পদের ক্ষেত্রে ২৩০০ টাকা। ক্লার্ক পদের ক্ষেত্রে গ্রেড পে ২৬০০ টাকা।

এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নম্বর ১৬২।

মজদুর: ৩৪টি ( সাধারণ ৯ সাধারণ ইসি ৬, সাধারণ প্রাক্তন সমরকর্মী ২, সাধারণ দৈহিক প্রতিবন্ধী ১, সাধারণ দক্ষ খেলোয়াড় ১, তফসিলি জাতি ৫, তফসিলি জাতি ইসি ২, তফসিলি জাতি প্রাক্তন সমরকর্মী ১, তফসিলি উপজাতি ২, ওবিসি-এ ১, ওবিসি-এ ইসি ১, ওবিসি-বি ২, ওবিসি-বি ইসি ১ । অ্যাম্বুলেন্স অ্যাটেন্ডেন্ট: ৩টি (সাধারণ ১, সাধারণ ইসি ১, তফসিলি জাতি ১)।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: ক্লাস এইট, সেই সঙ্গে বাংলা ভাষায় লিখতে ও পড়তে জানতে হবে। সুস্বাস্থ্যের অধিকারীদের অগ্রাধিকার। বয়স: ১-১-২০১৭ তারিখের হিসাবে ১৮ থেকে ৪০ বছরের মধ্যে হতে হবে। বেতন: ৪৯০০-১৬২০০ টাকা। গ্রেড পে ১৭০০ টাকা।

এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নম্বর ১৬৩। সবক্ষেত্রেই তফসিলি, ওবিসি, দৈহিক প্রতিবন্ধী এবং প্রাক্তন সমরকর্মীরা সরকারি নিয়মানুসারে বয়সের ছাড় পাবেন। এক্সটেম্পটেড ক্যাটাগরির ক্ষেত্রে ব্যারাকপুরের সাবরিজিওনাল এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ অফিস এবং কলকাতার ডিরেক্টরেট অব এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জের এক্সটেম্পটেড ক্যাটাগরি সেলের কাছ থেকে শূন্যপদ পূরণের জন্য নাম চাওয়া হবে। প্রার্থী বাছাই করা হবে লিখিত পরীক্ষা, ইন্টারভিউ, কম্পিউটার টেস্ট এবং টেকনিক্যাল টেস্টের মাধ্যমে। লিখিত পরীক্ষায় প্রশ্ন হবে জেনারেল নলেজ অ্যান্ড কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স, জেনারেল সায়েন্স, হিস্ট্রি, জিওগ্রাফি, বাংলা এবং জেনারেল ইংলিশ ও ম্যাথমেটিক্স বিষয়ে। ইংরেজি ভাষায় প্রশ্ন হবে মাল্টিপল চয়েস ধরনের, নেগেটিভ মার্কিং নেই। আবেদন করতে হবে নির্দিষ্ট বয়ানে। আবেদনের বয়ান ডাউনলোড করে নেবেন www.garuliamunicipality.org ওয়েবসাইট থেকে। ফি-বাবদ দিতে হবে ২০০ টাকা। মজদুর এবং অ্যাম্বুলেন্স অ্যাটেন্ডেন্ট পদের ক্ষেত্রে ফি ১০০ টাকা। তফসিলি এবং দৈহিক প্রতিবন্ধীদের কোনও ফি লাগবে না। ফি দিতে হবে ডিমান্ড ড্রাফটের মাধ্যমে। ড্রাফটটি, 'Chairman, Garulia Municipality'-এর অনুকূলে কলকাতায় প্রদেয় হবে।

পূরণ করা দরখাস্তের সঙ্গে দেবেন:

১) ডিমান্ড ড্রাফটের নথি।

২) প্রার্থীর তিন কপি রঙিন পাসপোর্ট মাপের স্বপ্রত্যয়িত ফোটো।

৩) বয়স এবং শিক্ষাগত যোগ্যতার যাবতীয় নথিপত্রের স্বপ্রত্যয়িত নকল।

৪) কাস্ট ও ওবিসি সার্টিফিকেটের স্বপ্রত্যয়িত নকল।

৫) দৈহিক প্রতিবন্ধকতার সার্টিফিকেটের স্বপ্রত্যয়িত নকল।

৬) দক্ষ খেলোয়াড়দের ক্ষেত্রে যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে পাওয়া সার্টিফিকেটের স্বপ্রত্যয়িত নকল।

৭) প্রাক্তন সমরকর্মীদের ক্ষেত্রে ডিসচার্জ সার্টিফিকেটের স্বপ্রত্যয়িত নকল।

প্রয়োজনীয় নথিপত্রসহ দরখাস্ত ভরা খামের ওপর বিজ্ঞপ্তি নম্বর এবং যে-পদের জন্য দরখাস্ত করছেন তার নাম লিখে দেবেন। ৭ জুলাইয়ের মধ্যে দরখাস্ত সরাসরি অথবা রেজিস্টার্ড অথবা স্পিড পোস্ট বা ক্যুরিয়রের মাধ্যমে পৌঁছতে হবে এই ঠিকানায়: The Chairman, Garulia Municipality, Garulia Main Road, P.O: Garulia, Dist.North 24 parganas, Pin-743133। বিস্তারিত আরও তথ্যের জন্য ওপরের ওয়েবসাইট দেখুন।

target@ কেরিয়ার

যুগশঙ্খ SUPPLI

বৃহস্পতিবার, ২৯ জুন ২০১৭



# প্রেসিডেন্সিতে ১০৫ অধ্যাপক নিয়োগ

বিভিন্ন বিভাগের জন্য ১০৫ জন অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রোফেসর, অ্যাসোসিয়েট প্রোফেসর ও প্রোফেসর নিয়োগ করবে প্রেসিডেন্সি ইউনিভার্সিটি। এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নম্বর: PU_RECR_AP_15-17.

প্রোফেসর নিয়োগ হবে এইসব বিভাগে: ফিজিক্স (৩টি), কেমিস্ট্রি (অর্গ্যানিক-১টি), কেমিস্ট্রি (ইন অর্গ্যানিক-১টি), কেমিস্ট্রি (ফিজিক্যাল-১টি), ফিলোজফি (১টি), জিওলজি (৫টি), ম্যাথমেটিক্স (২ টি), ইংলিশ (২টি), হিস্ট্রি (২টি), সোসিওলজি (১টি), স্ট্যাটিস্টিক্স (২টি), ইকনমিক্স (৭টি), হিন্দি (১টি), পলিটিক্যাল সায়েন্স (২টি)। অ্যাসোসিয়েট প্রোফেসর নিয়োগ করা হবে পারফর্মিং আর্টস বিভাগে। শূন্যপদ ২টি। অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রোফেসর নিয়োগ হবে এইসব বিভাগে: কেমিস্ট্রি (অর্গ্যানিক) ৩টি, কেমিস্ট্রি (ইন অর্গ্যানিক) ৪টি, কেমিস্ট্রি (ফিজিক্যাল) ৩টি। কম্পিউটার সায়েন্স ৪টি, পলিটিক্যাল সায়েন্স ১টি, হিন্দি ৫টি, স্ট্যাটিস্টিক্স ৬টি, ফিজিক্স ৫টি, জিওলজি ১৩টি, ম্যাথম্যাটিক্স ৮টি, জিওগ্রাফি ৩টি, বাংলা ২টি, ইংলিশ ৪টি, হিস্ট্রি ১টি, ফিলোজফি ৫টি, সোসিওলজি ২টি, পারফর্মিং আর্টস ২টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: প্রোফেসরের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বা সমতুল বিষয়ে পিএইচডি ডিগ্রি। সঙ্গে কোনও নামী পত্রিকায় সংশ্লিষ্ট বিষয়ভিত্তিক গবেষণালব্ধ লেখা বা কোনও গ্রন্থ প্রকাশিত হয়ে থাকতে হবে। পাশাপাশি কোনও বিশ্ববিদ্যালয় বা কলেজ বা গবেষণা সংস্থায় ১০ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। অ্যাসোসিয়েট প্রোফেসরের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বা সমতুল বিষয়ে পিএইচডি ডিগ্রি। স্নাতকোত্তর স্তরে মোট ৫৫% নম্বর থাকা বাধ্যতামূলক। সেইসঙ্গে অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রোফেসর বা সমতুল পদে কোনও বিশ্ববিদ্যালয় বা কলেজ বা গবেষণা সংস্থায় ৮ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রোফেসরের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বা সমতুল বিষয়ে মোট ৫৫ শতাংশ নম্বরসহ মাস্টার্স ডিগ্রি। সেই সঙ্গে প্রার্থীকে নেট বা সেট বা স্লেট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে থাকতে হবে। সব ক্ষেত্রেই তফসিলি, ওবিসি এবং দৈহিক প্রতিবন্ধী প্রার্থীরা শিক্ষাগত যোগ্যতায় ৫ শতাংশ ছাড় পাবেন। ইউজিসি স্বীকৃত পিএইচডি ডিগ্রিধারীরা ১১-৭-২০০৯ তারিখের আগে পিএইচডি করার জন্য নাম নথিভুক্ত করে থাকলে নেট বা সেট বা স্লেট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হলেও চলবে। যে পিএইচডি ডিগ্রিধারীরা ১৯-৯-১৯৯১ তারিখের আগে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পেয়েছেন, তাঁরাও স্নাতকোত্তর ডিগ্রির নম্বরে ৫% ছাড় পাবেন। বয়স: ১-১-২০১৭ তারিখে ৩৭ বছরের মধ্যে। তফসিলিরা ৫, ওবিসিরা ৩, বছরের ছাড় পাবেন। দৈহিক প্রতিবন্ধীরা বয়সে ১০ বছরের ছাড় পাবেন। পিএইচডি ডিগ্রিধারীরা ৫ বছরের ছাড় পাবেন।

বেতন: প্রোফেসর পদের ক্ষেত্রে ৩৭৪০০-৬৭০০০ টাকা। সঙ্গে অ্যাকাডেমিক গ্রেড পে ১০০০০ টাকা। অ্যাসোসিয়েট প্রোফেসর পদের ক্ষেত্রে ৩৭,৪০০-৬৭,০০০ টাকা, সঙ্গে অ্যাকাডেমিক গ্রেড পে ৯০০০ টাকা। অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রোফেসর পদের ক্ষেত্রে ১৫,৬০০-৩৯,১০০ টাকা। সঙ্গে অ্যাকাডেমিক গ্রেড পে ৬,০০০ টাকা। ৭ জুলাইয়ের মধ্যে অনলাইনে দরখাস্ত করতে হবে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে: www.presiuniv.ac.in । প্রার্থীর চালু ই-মেল আইডি থাকতে হবে।

**পাঠকের অনুরোধে এখন পুরো চার পাতা জুড়ে চাকরি, ট্রেনিং ও কোর্সের খোঁজ-খবর**

# ট্রেনিং দিয়ে তরুণ-তরুণী নিয়োগ নৌবাহিনীতে

ডিগ্রি ইঞ্জিনিয়ারিং পাঠরত বেশ কিছু তরুণ-তরুণী নেবে ভারতীয় নৌবাহিনী। ট্রেনিং দিয়ে এগজিকিউটিভ ব্রাঞ্চের জেনারেল সার্ভিস (এক্স), এয়ার টাফিক কন্ট্রোলার, আইটি ক্যাডার এবং টেকনিক্যাল ব্রাঞ্চের ইঞ্জিনিয়ারিং, ইলেকট্রিক্যাল, ন্যাভাল আর্কিটেকচার ক্যাডারে পার্মানেন্ট ও শর্ট সার্ভিস কমিশনে নিয়োগ করা হবে। মহিলারা শুধুমাত্র এগজিকিউটিভ ব্রাঞ্চের এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোলার ও টেকনিক্যাল ব্রাঞ্চের ন্যাভাল আর্কিটেকচার ক্যাডারে আবেদন করবেন। সবক্ষেত্রেই ফাইনাল ইয়ার তথা চতুর্থ বর্ষের পঞ্চম সেমেস্টারে পাঠরতরা আবেদনের যোগ্য। ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের প্রি-ফাইনাল ইয়ার পর্যন্ত মোট ৬০% নম্বর পেয়ে থাকতে হবে। ইউনিভার্সিটি এন্ট্রি স্কিম (ইউইএস) কোর্সে ট্রেনিং হবে। ট্রেনিং শুরু হবে ২০১৮ সালের জুলাই মাসে।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: এগজিকিউটিভ ব্রাঞ্চ: জেনারেল সার্ভিস (এক্স) ক্যাডারের ক্ষেত্রে যে কোনও শাখায় বিই বা বিটেক। এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোলার ক্যাডারের ক্ষেত্রে যে কোনও শাখায় বিই বা বিটেক। সেই সঙ্গে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিকে মোট ৬০% নম্বর এবং উচ্চমাধ্যমিকে ইংরেজিতে ৬০% নম্বর পেয়ে থাকতে হবে।

আইটি ক্যাডারের ক্ষেত্রে ইনফরমেশন টেকনোলজি বা কম্পিউটার সায়েন্স ইঞ্জিনিয়ারিং বা কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে বিই বা বিটেক পাঠরতরা আবেদন করবেন।

টেকনিক্যাল ব্রাঞ্চ: ইঞ্জিনিয়ারিং ব্রাঞ্চের ক্ষেত্রে মেকানিক্যাল, মেরিন, অটোমোবাইল, মেকাট্রনিক্স, ইনস্ট্রুমেন্টেশন, প্রোডাকশন, মেটালার্জি, অ্যারোনটিক্যাল, অ্যারোস্পেস, ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট, কন্ট্রোল ইঞ্জিনিয়ারিং, ইনস্ট্রুমেন্টেশন অ্যান্ড কন্ট্রোল— যে কোনও একটি শাখায় বিই বা বিটেক ডিগ্রি পাঠরতরা আবেদন করবেন। ইলেকট্রিক্যাল ব্রাঞ্চের ক্ষেত্রে ইলেকট্রিক্যাল, ইলেকট্রনিক্স, টেলিকমিউনিকেশন, ইলেক্ট্রনিক্স অ্যান্ড ইনস্ট্রুমেন্টেশন, ইলেকট্রেনিক্স অ্যান্ড কমিউনিকেশন, পাওয়ার ইঞ্জিনিয়ারিং, কন্ট্রোল সিস্টেম ইঞ্জিনিয়ারিং, পাওয়ার ইলেকট্রনিক্স, ইনস্ট্রুমেন্টেশন অ্যান্ড কন্ট্রোল, এভিওনিক্স— যে কোনও একটি শাখায় বিই বা বিটেক ডিগ্রি পাঠরতরা আবেদন করতে পারবেন।

ন্যাভাল আর্কিটেকচার ক্যাডারের ক্ষেত্রে মেকানিকাল, সিভিল, এরোনটিক্যাল, এরোস্পেস, মেটালার্জি, ন্যাভাল আর্কিটেকচার, ওশান ইঞ্জিনিয়ারিং, মেরিন ইঞ্জিনিয়ারিং, শিপ টেকনোলোজি, শিপ বিল্ডিং, শিপ ডিজাইন— যে কোনও একটি শাখায় বিই বা বিটেক ডিগ্রি পাঠরতরা আবেদন করতে পারবেন।

জন্মতারিখ: ২-৭-১৯৯৪ থেকে ১-৭-১৯৯৭-এর মধ্যে হতে হবে। দৈহিক মাপজোক: উচ্চতা: সব ক্ষেত্রেই ১৫৭ সেমি, মহিলাদের ক্ষেত্রে ১৫২ সেমি। বয়স ও উচ্চতার সঙ্গে মানানসই ওজন থাকতে হবে। দৃষ্টিশক্তি: জেনারেল সার্ভিস এগজিকিউটিভ ব্রাঞ্চের ক্ষেত্রে ৬/১২, ৬/১২, ৬/৬ পর্যন্ত সংশোধনযোগ্য। এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোলার ক্যাডারের ক্ষেত্রে ৬/৬ ও ৬/৯, ৬/৬ পর্যন্ত সংশোধনযোগ্য। ইলেকট্রিক্যাল ও ইঞ্জিনিয়ারিং ব্রাঞ্চের ক্ষেত্রে ৬/২৪, ৬/২৪, ৬/৬ পর্যন্ত সংশোধনযোগ্য। আইটি ও ন্যাভাল আর্কিটেকচারের ক্ষেত্রে ৬/৬০, ৬/৬০, আইটির ক্ষেত্রে ৬/৬ পর্যন্ত ও ন্যাভাল আর্কিটেকচারের ক্ষেত্রে ৬/৬, ৬/১২ পর্যন্ত সংশোধনযোগ্য। বর্ণান্ধতা বা রাতকানা রোগ থাকলে চলবে না। প্রার্থী বাছাইয়ের জন্য প্রথমে ন্যাভাল ক্যাম্পাস সিলেকশন টিমের ইন্টারভিউয়ে ডাকা হবে। এতে সফল হলে সার্ভিস সিলেকশন বোর্ডের ইন্টারভিউ। দুই পর্বে পরীক্ষা হবে। প্রথম পর্যায়ে থাকবে অফিসার ইন্টেলিজেন্স রেটিং টেস্ট, পিকচার পারসেপশন ও ডিসকাশন টেস্ট। দ্বিতীয় পর্যায়ে থাকবে সাইকোলজিক্যাল টেস্ট, গ্রুপ টাস্ক, গ্রুপ ডিসকাশন ও পার্সোনাল ইন্টারভিউ। প্রথম পর্যায়ের পরীক্ষায় সফল হলে তবেই দ্বিতীয় পর্যায়ের জন্য ডাক পাওয়া যাবে। সফল প্রার্থীদের মেডিক্যাল এগজামিনেশন হবে। প্রার্থী বাছাইয়ের পরীক্ষা হবে বেঙ্গালুরু, ভোপাল, কোয়েম্বাটুর বা বিশাখাপত্তনমে। প্রার্থী বাছাই প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হবে ডিসেম্বর থেকে এপ্রিল মাসের মধ্যে। ট্রেনিং শুরু হবে এঝিমালার ন্যাভাল অ্যাকাডেমিতে। সফল ট্রেনিং শেষে নিয়োগ হবে সাব-লেফটেন্যান্ট র‍্যাংকে। তখন বেতন: ৫৬,১০০-১,১০,৭০০ টাকা। সঙ্গে মিলিটারি সার্ভিস পে ১৫৫০০ টাকা এবং অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা। কম্যান্ডার র‍্যাংক পর্যন্ত পদোন্নতির সুযোগ আছে। অনলাইনে দরখাস্ত করতে হবে www.joinindiannavy.hiv.in ওয়েবসাইটের মাধ্যমে। প্রার্থীর চালু ই-মেল আইডি থাকতে হবে। অনলাইনে দরখাস্ত করা যাবে ৩১ জুলাই পর্যন্ত। অনলাইন দরখাস্ত পূরণের সময় প্রার্থীর বয়স ও শিক্ষাগত যোগ্যতার যাবতীয় প্রয়োজনীয় নথিপত্র এবং পাসপোর্ট মাপের এক কপি রঙিন ফোটো স্ক্যান করে আপলোড করতে হবে। যথাযথভাবে পূরণ করা দরখাস্ত সাবমিট করে পূরণ করা দরখাস্তের দু'কপি সিস্টেম জেনারেটেড প্রিন্টআউট নিয়ে নেবেন। একটি প্রিন্টআউট ইন্টারভিউয়ের সময় নিয়ে যাবেন। অপরটি নিজের কাছে রাখতে হবে। পরে প্রয়োজন হবে। বিস্তারিত আরও তথ্যের জন্য ওপরের ওয়েবসাইট দেখুন।

**প্রতি মঙ্গলবার 'উত্তরণ'-এ এখন পড়াশোনা ছাড়াও থাকছে নানান শিক্ষামূলক লেখা, যা প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রীকে পড়াশোনায় আরও আগ্রহী করে তুলবে।**

# কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন অফিসে স্টেনো নিয়োগ

কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন অফিসে কাজের জন্য স্টেনোগ্রাফার গ্রেড সি ও স্টেনোগ্রাফার গ্রেড ডি পদে কয়েকশো ছেলেমেয়ে নেওয়া হচ্ছে। যে কোনও শাখার উচ্চমাধ্যমিক পাশ ছেলেমেয়েরা আবেদন করতে পারেন। গ্রেড ডি স্টেনোগ্রাফার পদের বেলায় ইংরেজি শর্টহ্যান্ড ও কম্পিউটার টাইপিংয়ে মিনিটে যথাক্রমে অন্তত ৮০টি ও ৫০টি শব্দ তোলার গতি থাকা দরকার। আর গ্রেড সি স্টেনোগ্রাফার পদের বেলায় ইংরেজি শর্টহ্যান্ড ও কম্পিউটার টাইপিংয়ে মিনিটে যথাক্রমে অন্তত ১০০টি ও ৪০টি শব্দ তোলার গতি থাকলে যোগ্য। বয়স হতে হবে ১-৮-২০১৭ তারিখের হিসাবে ১৮ থেকে ২৭ বছরের মধ্যে। ওবিসিরা ৩ বছর, তফসিলিরা ৫ বছর, দৈহিক প্রতিবন্ধীরা ১০ বছর, বিধবা, বিবাহবিচ্ছিন্না মহিলারা পুনর্বিবাহ না করে থাকলে ৮ বছর ও কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মী ও প্রাক্তন সমরকর্মীরা নিয়মানুযায়ী বয়সের ছাড় পাবেন। পরিশ্রমের কাজে শারীরিক ও মানসিকভাবে সুস্থ হতে হবে। চাকরি হবে গ্রুপ-বি নন গেজেটেড অফিসার পদে। মূল মাইনে গ্রুপ সি পদের ক্ষেত্রে ৯,৩০০-৩৪,৮০০ টাকা। গ্রেড পে ২,৮০০ টাকা। গ্রুপ-ডি পদের ক্ষেত্রে ৫,২০০-২০,২০০ টাকা। গ্রেড পে ২,৮০০ টাকা। প্রার্থী বাছাই করবে স্টাফ সিলেকশন কমিশন, ২০১৭ সালের স্টেনোগ্রাফার্স (গ্রেড-সি ও গ্রেড-ডি) এগজামিনেশন -এর মাধ্যমে। প্রথমে হবে লিখিত পরীক্ষা ৪ সেপ্টেম্বর থেকে ৭ সেপ্টেম্বর। পূর্ব ভারতের এইসব কেন্দ্রে: কলকাতা, জলপাইগুড়ি, পোর্ট ব্লেয়ার, গ্যাংটক, কটক, সম্বলপুর, দিসপুর, শিলচর, আগরতলা, শিলং, ইম্ফল, আইজল, ইটানগর, ডিব্রুগড়, কোহিমা, পটনা, ভুবনেশ্বর ও রাঁচি। এই পরীক্ষায় অবজেকটিভ মাল্টিপল চয়েজ টাইপের প্রশ্ন হবে এই ৩টি পার্টে— ১)জেনারেল ইন্টেলিজেন্স অ্যান্ড রিজনিং, ৫০ নম্বরের ৫০টি প্রশ্ন। ২) জেনারেল অ্যাওয়ারনেস — ৫০ নম্বরের ৫০টি প্রশ্ন। ৩) ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যান্ড কম্প্রিহেনশন— ১০০ নম্বরের ১০০টি প্রশ্ন। সময় ২ ঘণ্টা। নেগেটিভ মার্কিং আছে। প্রতিটি প্রশ্নের ভুল উত্তরের জন্য ০.২৫ নম্বর কাটা হবে। সফল হলে স্কিল টেস্ট। গ্রেড সি স্টেনো পদের বেলায় মিনিটে ১০০টি শব্দ তোলার গতিতে ১০ মিনিটের স্টেনো টেস্ট হবে। তারপর ওই ম্যাটার মিনিটে ৪০টি শব্দ তোলার গতিতে কম্পিউটারে টাইপ করতে হবে। ১৫ জুলাই পর্যন্ত অনলাইনে দরখাস্ত করতে হবে www.ssconline.nic.in ওয়েবসাইটে। অনলাইনে দরখাস্ত করার আগে ফোটো ও সই স্ক্যান করে নিতে হবে। এছাড়াও অনলাইনে দরখাস্ত করার আগে পরীক্ষা ফি-বাবদ ১০০ টাকা নেট ব্যাংকিং বা স্টেট ব্যাংক অব ইন্ডিয়ার যে কোনও শাখায় চালানের মাধ্যমে জমা দিতে হবে। দরখাস্ত করার বিষয়ে আরও বিস্তারিত জানতে ওপরের ওয়েবসাইট দেখুন।

target@কেরিয়ার
যুগশঙ্খ SUPPLI
বৃহস্পতিবার, ২৯ জুন ২০১৭

# জলপাইগুড়ি জেলা জাজেস কোর্টে ৩০ ক্লার্ক, স্টেনো নিয়োগ

জলপাইগুড়ি জেলা জাজেস কোর্টে 'ইংলিশ স্টেনোগ্রাফার (গ্রুপ বি) গ্রেড-III', লোয়ার ডিভিশন ক্লার্ক গ্রুপ সি, অফিস পিওন, ফরাস, নাইট গার্ড, প্রোসেস সার্ভার সিল বৈলিফ গ্রুপ-ডি, প্রোসেস সার্ভার সুমন বৈলিফ পদে ৩০ জন ছেলেমেয়ে নিয়োগ করা হবে।

ইংলিশ স্টেনোগ্রাফার: মাধ্যমিক পাস ছেলেমেয়েরা ইংরেজি টাইপিং ও শর্টহ্যান্ডে মিনিটে অন্তত যথাক্রমে ৩০টি ও ৮০টি শব্দ তোলার গতি থাকলে আবেদন করতে পারেন। কোনও স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান থেকে কম্পিউটার ট্রেনিংয়ের সার্টিফিকেট কোর্স পাস হতে হবে ও কম্পিউটার চালনায় যথার্থ টাইপিং স্পিড থাকতে হবে। মূল মাইনে ৭,১০০-৩৭,৬০০ টাকা। গ্রেড পে ৩,৯০০ টাকা। চাকরি হবে বি গ্রেডে। শূন্যপদ ৭টি। সাধারণ ৪, ওবিসি-বি ক্যাটাগরি ১, তফসিলি জাতি ২।

লোয়ার ডিভিশন ক্লার্ক: মাধ্যমিক পাস ছেলেমেয়েরা আবেদন করতে পারেন। কোনও স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান থেকে কম্পিউটার ট্রেনিংয়ের সার্টিফিকেট কোর্স পাস হতে হবে। কম্পিউটারে যথেষ্ট টাইপিং স্পিড থাকতে হবে। মূল মাইনে ৫,৪০০-২৫,২০০ টাকা। গ্রেড পে ২,৬০০ টাকা। চাকরি হবে সি গ্রেডে। শূন্যপদ: ৭টি। সাধারণ ৩, ওবিসি এ ক্যাটাগরি ১, তফসিলি উপজাতি ১, তফসিলি জাতি ২।

প্রোসেস সার্ভার সিল বৈলিফ: মাধ্যমিক পাসরা আবেদন করতে পারেন। মূল মাইনে ৫,৪০০-২৫,২০০ টাকা। গ্রেড পে ২,৬০০ টাকা। চাকরি হবে সি গ্রেডে। শূন্যপদ ১টি (সাধারণ)।

প্রোসেস সার্ভার সুমন বৈলিফ: ক্লাস এইট পাসরা আবেদন করতে পারেন। মূল মাইনে ৫,৪০০-২৫,২০০ টাকা। গ্রেড পে ২৩০০ টাকা। চাকরি হবে সি গ্রেডে। শূন্যপদ: ১টি (সাধারণ)।

গ্রুপ ডি (নাইট গার্ড, ফরাস, পিওন): কোনও স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান থেকে ক্লাস এইট পাস ছেলেরা আবেদন করতে পারেন। বাংলা ভাষায় লিখতে ও পড়তে জানা দরকার। মূল মাইনে ৪,৯০০-১৬,২০০ টাকা। গ্রেড পে ১৭০০ টাকা। চাকরি হবে ডি গ্রুপে। শূন্যপদ: অফিস পিওনে ১টি (সাধারণ)। ফরাস ৬টি (সাধারণ)। নাইট গার্ড ৭টি (সাধারণ ১, ওবিসি এ ক্যাটাগরি ১, তফসিলি জাতি ৩, তফসিলি উপজাতি ১, ওবিসি বি ক্যাটাগরি ১)।

বয়স হতে হবে ১-১-২০১৭ তারিখের হিসাবে ১৮ থেকে ৪০ বছরের মধ্যে। তফসিলিরা ৫ বছর, ওবিসিরা ৩ বছর, প্রতিবন্ধীরা ৫ বছর বয়সে ছাড় পাবেন। এই পদের বিজ্ঞপ্তি নম্বর: 124(N), Dated:7th June, 2017.

লোয়ার ডিভিশন ক্লার্কের বেলায় প্রার্থী বাছাইয়ের লিখিত পরীক্ষা হবে ২টি পার্টে। প্রথম পার্টে ৬০ নম্বরের ৩০টি অবজেকটিভ মাল্টিপল চয়েজ টাইপের প্রশ্ন হবে এইসব বিষয়ে: ইংরেজি, জেনারেল স্টাডিজ, এরিথমেটিক। সময় ১ ঘণ্টা। নেগেটিভ মার্কিং আছে। দ্বিতীয় পার্টে ডেসক্রিপটিভ টাইপের প্রশ্ন হবে। সময় দেড় ঘণ্টা। দ্বিতীয় পার্টে ন্যূনতম কোয়ালিফাইং নম্বর পেলে মোট শূন্যপদের কয়েক গুণ প্রার্থীকে ১০ নম্বরের পার্সোনালিটি টেস্টে ডাকা হবে। চূড়ান্ত তালিকা তৈরির সময় দ্বিতীয় পার্টে পাওয়া নম্বর ও পার্সোনালিটি টেস্টে পাওয়া নম্বর দেখা হবে।

প্রোসেস সার্ভার, সুমন বৈলিফ, অফিস পিওন, ফরাস ও নাইট গার্ড পদের ক্ষেত্রে ১০০ নম্বরের ৫০টি প্রশ্ন হবে এইসব বিষয়ে: জেনারেল নলেজ, অঙ্ক, কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স ও ইংরেজি। নেগেটিভ মার্কিং আছে। প্রতিটি প্রশ্নের ভুল উত্তরের জন্য প্রাপ্ত নম্বর থেকে ২ নম্বর কাটা যাবে। সময় দেড় ঘণ্টা। ইংলিশ স্টেনোগ্রাফার পদের বেলায় প্রথম পেপারে ৬০ নম্বরের ৩০টি প্রশ্ন হবে অবজেকটিভ মাল্টিপল চয়েজ টাইপের। এইসব বিষয়ে: ইংরেজি, জেনারেল স্টাডিজ, কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স ও অ্যারিথমেটিক। সময় ১ ঘণ্টা। নেগেটিভ মার্কিং আছে। প্রতিটি প্রশ্নের ভুল উত্তরের জন্য ২ নম্বর কাটা যাবে। দ্বিতীয় পার্টে থাকবে ডেসক্রিপটিভ টাইপ। বঙ্গানুবাদ, চিঠি লেখা, প্রবন্ধ লেখা ও প্রেসি লেখা। ৪০ নম্বরের পরীক্ষা। সময় থাকবে দেড় ঘণ্টা। সফল হলে ১০ মিনিটের ডিকটেশন টেস্ট। দরখাস্ত করা যাবে অনলাইনে ১১ জুলাই পর্যন্ত। www.calcuttahighcourt.nic.in./ www.jalpaiguri.gov.in ওয়েবসাইটে।

অনলাইনে দরখাস্ত করার আগে বৈধ একটি ই-মেল আইডি থাকতে হবে। এছাড়াও পাসপোর্ট মাপের ফোটো ও সই স্ক্যান করে নিতে হবে। প্রথমে ওই ওয়েবসাইটে গিয়ে যাবতীয় তথ্য দিয়ে সাবমিট করলে রেজিস্ট্রেশন আইডি ও পাসওয়ার্ড পাবেন। এবার ফি-বাবদ ইংলিশ স্টেনো, লোয়ার ডিভিশন ক্লার্কের ক্ষেত্রে ৩৫০, তফসিলি ও ওবিসি হলে ৩০০ টাকা, আর নাইট গার্ড, ফরাস, পিওন ও প্রোসেস সার্ভার পদের বেলায় ৩০০, তফসিলি ও ওবিসি হলে ২৫০ টাকা ডেবিট ও ক্রেডিট কার্ড বা নেট ব্যাংকিংয়ে জমা দেবেন। বিস্তারিত আরও তথ্য জানুন ওপরের ওয়েবসাইট থেকে।

# সমবায় ব্যাংকে ২৮ জন ক্লার্ক নিয়োগ

পশ্চিমবঙ্গের কয়েকটি সমবায় ব্যাংকে অফিসার, ম্যানেজার ইত্যাদি পদে ২৮ জন ছেলেমেয়ে নিয়োগ করা হবে। নেওয়া হবে কো-অপারেটিভ সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে।

কারা কোন পদের জন্য যোগ্য: পোস্ট কোড: ০১১৭০১: লোন রিকভারি অফিসার গ্রেড -II বি: আইনের ডিগ্রি কোর্স পাসরা বেসিক কম্পিউটার নলেজ থাকলে আর লোন রিকভারির কাজে অভিজ্ঞতা থাকলে যোগ্য। মূল মাইনে ১৩০০-৩৪৭০ টাকা। শুরুতে মাইনে ১৬,০৩৮ টাকা। শূন্যপদ: ১টি (তফসিলি উপজাতি)। চাকরি হবে আলিপুরদুয়ার কো-অপারেটিভ এগ্রিকালচারাল অ্যান্ড রুরাল ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকে।

পোস্ট কোড: ১১৭০১: সিনিয়র অ্যাসিস্ট্যান্ট (ল): আইনের ডিগ্রি কোর্স পাসরা বেসিক কম্পিউটার নলেজ থাকলে যোগ্য। মূল মাইনে ১১,৭০০-২৫,২০০ টাকা। শুরুতে মাইনে ২৮,৪৭৪ টাকা। শূন্যপদ ১টি (সাধারণ)। চাকরি হবে মালদহ কো-অপারেটিভ এগ্রিকালচারাল অ্যান্ড রুরাল ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকে।

পোস্ট কোড: ১১৭০১: ম্যানেজার (লিগ্যাল সেল): আইনের ডিগ্রি কোর্স পাসরা বেসিক কম্পিউটার নলেজ থাকলে আর কোনও আইনি সহায়তা কেন্দ্রে ২ বছরের অভিজ্ঞতা থাকলে যোগ্য। মূল মাইনে: ৯,০০০-৪০,৫০০ টাকা। শুরুতে মাইনে ২৭,২০০ টাকা। শূন্যপদ: ১টি (সাধারণ)। চাকরি হবে পশ্চিমবঙ্গ হ্যান্ডলুম ওয়েভার্স কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিমিটেডে (তন্তুজ)।

পোস্ট কোড: ০১১৭০২: ব্রাঞ্চ-ম্যানেজার: মোট ৫০% নম্বর পেয়ে যে কোনও শাখার গ্র্যায়জুয়েট বা অনার্স গ্র্যাজুয়েটরা বেসিক কম্পিউটার নলেজ থাকলে যোগ্য আর কোনও আর্থিক সংস্থায় ম্যানেজারিয়াল বা প্রশাসনিক কাজে এক বছরের অভিজ্ঞতা থাকলে যোগ্য। মূল মাইনে: ১৯,৭০০-৪৮,০০০ টাকা। শুরুতে মাইনে ৩৫,৫৫৯ টাকা। শূন্যপদ: ১টি (সাধারণ)। চাকরি হবে দক্ষিণ দিনাজপুর ডিস্ট্রিক্ট সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাংক লিমিটেডে।

পোস্ট কোড: ০১১৭০২: ম্যানেজার গ্রেড-IIএ: যে কোনও শাখার গ্র্যাজুয়েট বা অনার্স গ্র্যাজুয়েটরা বেসিক কম্পিউটার নলেজ থাকলে যোগ্য। আর কোনও আর্থিক প্রতিষ্ঠানে উচ্চপদে ২ বছরের অভিজ্ঞতা থাকলে যোগ্য। মূল মাইনে: ১০,০০০-১৯,৯২০ টাকা। শুরুতে মাইনে ২৯,২২৪ টাকা। শূন্যপদ: ১টি (সাধারণ)। চাকরি হবে বিষ্ণুপুর টাউন কো-অপারেটিভ ব্যাংক লিমিটেডে।

পোস্ট কোড: ০১১৭০২: অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার (অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ): যে কোনও শাখার গ্র্যাজুয়েট বা অনার্স গ্র্যাজুয়েটরা বেসিক কম্পিউটার নলেজ থাকলে যোগ্য আর কোনও আর্থিক প্রতিষ্ঠানে উচ্চপদে ২ বছরের অভিজ্ঞতা থাকলে যোগ্য। শুরুতে মাইনে ২৭,০৩০ টাকা। শূন্যপদ: ১টি (সাধারণ)। চাকরি হবে পশ্চিমবঙ্গ হ্যান্ডলুম ওয়েভার্স কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিমিটেডে (তন্তুজ)।

পোস্ট কোড: ০১১৭০৩: সিস্টেম ম্যানেজার: কম্পিউটার সায়েন্স বা কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশনের ডিগ্রি বা এমসিএ কোর্স পাসরা যোগ্য। শুরুতে মাইনে ৩৫,৫৫৯ টাকা। চাকরি হবে দক্ষিণ দিনাজপুর ডিস্ট্রিক্ট সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাংক লিমিটেডে।

পোস্ট কোড: ০১১৭০৩: সিস্টেম এনালিস্ট: কম্পিউটার সায়েন্স বা ইনফরমেশন টেকনোলজির ডিগ্রি কোর্স পাসরা সিবিএস-এ এক বছরের অভিজ্ঞতা থাকলে যোগ্য। শুরুতে মাইনে ২৮,৩৭৫ টাকা। শূন্যপদ: ১টি (সাধারণ)। চাকরি হবে ঢাকুরিয়া কো-অপারেটিভ ব্যাংক লিমিটেডে।

পোস্ট কোড: ০০১১৭০৩: অপারেশনাল আইটি অ্যাসিস্ট্যান্ট: কম্পিউটার সায়েন্স বা ইনফরমেশন টেকনোলজির ডিগ্রি পাসরা ব্যাংকিং সফটওয়্যারে ৩ বছরের অভিজ্ঞতা থাকলে যোগ্য। শুরুতে মাইনে ২৬,৬৬০ টাকা। শূন্যপদ: ১টি (সাধারণ)। চাকরি হবে পুলিশ কো-অপারেটিভ ব্যাংক লিমিটেডে।

পোস্ট কোড: ০১১৭০৪: স্টাফ অফিসার: মোট ৫৫% নম্বর পেয়ে উচ্চমাধ্যমিক পাসরা ডিগ্রি কোর্স পাস হলে আর বেসিক কম্পিউটার নলেজ থাকলে যোগ্য। চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্সি, কস্ট অ্যাকাউন্টেন্সি, এমবিএ, পিজিডিএএম (ব্যাংকিং অ্যান্ড ফিনান্স), পিজিডিবিএম (ফিনান্স), বিই বা বিটেক কিংবা এমসিএ কোর্স পাসরা যোগ্য। শুরুতে মাইনে ৪০,৭৪৬ টাকা। শূন্যপদ: ২টি (সাধারণ ১টি, তফসিলি জাতি ১টি)। চাকরি হবে পশ্চিমবঙ্গ স্টেট কো-অপারেটিভ ব্যাংক লিমিটেডে।

পোস্ট কোড: ০১১৭০৫: গ্রেড-II-এ ম্যানেজার। কমার্স, অর্থনীতি, এগ্রিকালচারের অনার্স গ্র্যাজুয়েটরা বেসিক কম্পিউটার নলেজ থাকলে যোগ্য। শুরুতে মাইনে ৪২,০১৬ টাকা। শূন্যপদ: ৬টি (সাধারণ ৩, তফসিলি জাতি ২, তফসিলি জাতি ১)। চাকরি হবে বলাগেড়িয়া সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাংক লিমিটেডে।

পোস্ট কোড: ০১১৭০৬: অ্যাসিস্ট্যান্ট জেনারেল ম্যানেজার: মোট ৫০% নম্বর পেয়ে গ্র্যাজুয়েট বা অনার্স গ্র্যাজুয়েটরা বেসিক কম্পিউটার নলেজ থাকলে আর সিএ, এমবিএ বা পিজিডিএম (ফিনান্স) কোর্স পাস হলে যোগ্য। এছাড়াও সিবিএস ব্যাংকিং সংস্থায় ম্যানেজারিয়াল লেভেলে এক বছরের অভিজ্ঞতা থাকলে যোগ্য। শুরুতে মাইনে: ৪১,৫২১ টাকা। শূন্যপদ: ১টি (সাধারণ)। চাকরি হবে দক্ষিণ দিনাজপুর সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাংক লিমিটেডে।

পোস্ট কোড: ০১১৭০৯: সিনিয়র অ্যাসিস্ট্যান্ট (অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ): কমার্স শাখার অনার্স গ্র্যাজুয়েটরা বেসিক কম্পিউটার নলেজ থাকলে আরসিএ ইন্টার কোর্স পাস হলে যোগ্য। শুরুতে মাইনে: ২৮,৪৭৪ টাকা। শূন্যপদ: ১টি (সাধারণ)। চাকরি হবে মালদহ কো-অপারেটিভ এগ্রিকালচার অ্যান্ড রুরাল ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক লিমিটেডে।

পোস্ট কোড: ১২০১৭১২: জুনিয়র প্রোকিওরমেন্ট অফিসার: হ্যান্ডলুম অ্যান্ড টেক্সটাইল টেকনোলজির ডিপ্লোমা পাসরা বেসিক কম্পিউটার নলেজ থাকলে যোগ্য। শুরুতে মাইনে: ২১,৭১০ টাকা। শূন্যপদ: ১টি (সাধারণ) চাকরি হবে পশ্চিমবঙ্গ স্টেট হ্যান্ডলুম ওয়েভার্স কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিমিটেডে (তন্তুজ)।

পোস্ট কোড: ০১১৭১৫: জুনিয়র অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার: যে কোনও শাখার গ্র্যাজুয়েটরা বেসিক কম্পিউটার নলেজ থাকলে যোগ্য। শুরুতে মাইনে ২১,৭১০ টাকা। শূন্যপদ: ১টি (সাধারণ)। চাকরি হবে পশ্চিমবঙ্গ স্টেট হ্যান্ডলুম ওয়েভার্স কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিমিটেডে (তন্তুজ)।

পোস্ট কোড ০১১৭১০ ছাড়া অন্যান্য সব পদের ক্ষেত্রে বয়স হতে হবে ১-১-২০১৭ তারিখের হিসাবে ১৮ থেকে ৪০ বছরের মধ্যে। আর পোস্ট কোড ০১১৭১০-এর ক্ষেত্রে বয়স হতে হবে ১৮ থেকে ৪৫ বছরের মধ্যে। তফসিলিরা ৫ বছর, ওবিসিরা ৩ বছর বয়সের ছাড় পাবেন। সবক্ষেত্রেই মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক বা সমতুল যোগ্যতায় প্রথম/দ্বিতীয় ভাষা হিসাবে বাংলা ভাষা থাকতে হবে। এই পদের বিজ্ঞপ্তি নম্বর: 01/2017 । প্রার্থী বাছাই করবে পশ্চিমবঙ্গ কো-অপারেটিভ সার্ভিস কমিশন। দুটি পর্যায়ে পরীক্ষা হবে। প্রথম পর্যায়ে ১৫০ নম্বরের ১৫০টি প্রশ্ন হবে এমসিকিউ টাইপের। সময় ২ ঘণ্টা। দ্বিতীয় পর্যায়ের পরীক্ষায় থাকবে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের ওপর ১০০ (পোস্ট কোড: ০১১৭১২) নম্বরের এমসিকিউ টাইপের প্রশ্ন। সময় দেড় ঘণ্টা। লিখিত পরীক্ষা হবে কলকাতায়। প্রশ্ন হবে অবজেকটিভ টাইপ। সফল হলে ইন্টারভিউ। কোথায় কবে পরীক্ষা হবে তা চিঠি পাঠিয়ে জানানো হবে। দরখাস্ত দু'ভাবে করা যাবে: অনলাইনে ও তথ্যমিত্র কেন্দ্রের মাধ্যমে। ৭ জুলাই পর্যন্ত অনলাইনে দরখাস্ত করা যাবে www.webcsc.org ওয়েবসাইটে। প্রার্থীর একটি বৈধ ই-মেল আইডি থাকতে হবে। এছাড়া পাসপোর্ট মাপের ফোটো, সই, বাঁ হাতের বুড়ো আঙুলের ছাপ, মাধ্যমিকের অ্যাডমিট কার্ড ও কাস্ট সার্টিফিকেট স্ক্যান করে নেবেন। প্রথমে ওপরের ওয়েবসাইটে গিয়ে যাবতীয় তথ্য দিয়ে সাবমিট করলেই নাম রেজিস্ট্রেশন হয়ে যাবে। তখন পরীক্ষা ফি-বাবদ ১৭০ টাকা, তফসিলি হলে ৫০ টাকা, নেট ব্যাংকিং, ডেবিট কার্ড, ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে জমা করতে হবে। এর জন্য অতিরিক্ত ১০ টাকা দিতে হবে। এরপর স্ক্যান করা ফোটো ও সই আপলোড করতে হবে। অনলাইনে দরখাস্ত করার পর রেজিস্ট্রেশন নম্বরসহ রিসিপ্ট তৈরি হয়ে যাবে ও সিস্টেম জেনারেটেড অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম প্রিন্ট করে নিতে হবে। তাতে যে রেজিস্ট্রেশন নম্বর থাকবে তা যত্ন করে রেখে দিতে হবে। এছাড়া তথ্যমিত্র কেন্দ্রের মাধ্যমেও দরখাস্ত করা যাবে।

যুগশঙ্খ SUPPLI
বৃহস্পতিবার, ২৯ জুন ২০১৭

# কৃষি বিভাগে ৪১ কৃষি অফিসার

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মুর্শিদাবাদ জেলা কৃষি বিভাগের অধীন এটিএমএ ‘অ্যাসিস্ট্যান্ট টেকনোলজি ম্যানেজার’, ‘কম্পিউটার অপারেটর’, ও ‘ব্লক টেকনোলজি ম্যানেজার’ পদে ৪১ জন লোক নিচ্ছে। এগ্রিকালচার, হর্টিকালচার, ইকনমিক্স, মার্কেটিং, ভেটেরেনারি সায়েন্স, অ্যানিম্যাল হাজবেন্ড্রি, ফিশারিজের ডিগ্রি বা পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি কোর্স পাসরা অ্যাসিস্ট্যান্ট টেকনোলজি ম্যানেজার পদের জন্য যোগ্য। সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে অন্তত ১ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। পারিশ্রমিক মাসে ১৫,০০০ টাকা। শূন্যপদ ৩৬টি। সাধারণ ১৭, তফসিলি জাতি ১২, তফসিলি উপজাতি ৩, ওবিসি এ ক্যাটেগরি ২, ওবিসি বি ক্যাটেগরি

এগ্রিকালচার, হর্টিকালচার, ফরেস্ট্রি, ভেটেরিনারি অ্যান্ড অ্যানিম্যাল সায়েন্স, সেরিকালচার, বায়োটেকনোলজি, এগ্রিকালচারাল ইঞ্জিনিয়ারিং, ফিশারিজের ডিগ্রি বা পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি কোর্স পাসরা এগ্রিকালচার বা অ্যালায়েড সেক্টরের গ্র্যাজুয়েট বা পোস্ট গ্র্যাজুয়েটরা ব্লক টেকনোলজি ম্যানেজার পদের জন্য যোগ্য। এগ্রিকালচার-সংক্রান্ত বিষয়ের কাজ করার ২ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। পারিশ্রমিক মাসে ২৫,০০০ টাকা। শূন্যপদ ৪টি। সাধারণ ১, তফসিলি জাতি ২, তফসিলি উপজাতি ১।

ডিগ্রি কোর্স পাসরা কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশনের ডিপ্লোমা কোর্স পাস করে থাকলে কম্পিউটার অপারেটর পদের জন্য যোগ্য। ১ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। পারিশ্রমিক মাসে ১৬,০০০ টাকা। শূন্যপদ: ১টি (তফসিলি জাতি)। সব পদের বেলায় বয়স হতে হবে ২০-৭-২০১৭ তারিখের হিসাবে ৪৫ বছরের মধ্যে। চাকরি হবে চুক্তিভিত্তিক। প্রার্থী বাছাই হবে ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে। দরখাস্ত করবেন সাধারণ কাগজে, নির্দিষ্ট বয়ানে। বয়ান পাওয়া যাবে www.pdatmamsd.in/www.murshidabad.nic.in ওয়েবসাইটে। তখন সঙ্গে দেবেন: ১) এখনকার তোলা ও আড়াআড়ি সই করা ১ কপি পাসপোর্ট সাইজ রঙিন ছবি। ২) বয়স, শিক্ষাগত যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা ও কাস্ট সার্টিফিকেটের প্রত্যয়িত নকল, ৩) কম্পিউটার নলেজের সার্টিফিকেটের প্রত্যয়িত নকল। ৪) আইডেন্টিটি প্রুফের প্রমাণপত্রের প্রত্যয়িত নকল। ৫) অ্যাড্রেস প্রুফের প্রমাণপত্রের প্রত্যয়িত নকল। দরখাস্ত ভরা, খামের ওপর লিখবেন ‘Application for the post of….’। দরখাস্ত ২৭ জুলাইয়ের মধ্যে পৌঁছতে হবে স্পিড পোস্ট, রেজিস্ট্রি ডাকে বা হাতে হাতে এই ঠিকানায়: The Project Director ATMA, Office of the Deputy Director of Agriculture (Administration), Murshidabad, Krishi Bhawan(1st floor), 20, K.N. Road, P.O.+ P.S. Berhampore, Dist-Murshidabad, Pin- 742101.

# ডিজিটাল হিউম্যানিটিজ অ্যান্ড কালচারাল ইনফর্মেটিক্স কোর্স

ডিজিটাল হিউম্যানিটিজ অ্যান্ড কালচারাল ইনফর্মেটিক্সের পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা কোর্সে ভর্তি নিচ্ছে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্থ স্কুল অব কালচারাল টেক্সটস অ্যান্ড রেকর্ডস। কোর্সের মেয়াদ ১ বছর। কোর্স শুরু হবে আগস্টে। আসনসংখ্যা: ২৫টি। সরকারি নিয়মানুসারে তফসিলি এবং দৈহিক প্রতিবন্ধী প্রার্থীদের জন্য আসন সংরক্ষিত হবে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: ৫৫% নম্বর সহ এমএ বা এমএসসি বা এমটেক বা এমএলআইএস বা সমতুল। তফসিলি এবং দৈহিক প্রতিবন্ধীদের ক্ষেত্রে ৫০%। ফাইনাল ইয়ারের প্রার্থীরাও আবেদনের যোগ্য। কোর্স ফি: ৬,০০০ টাকা।

প্রার্থী বাছাই হবে লিখিত পরীক্ষা এবং ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে। আবেদন করতে হবে নির্দিষ্ট বয়ানে। আবেদনের বয়ান ডাউনলোড করে নেবেন এই ওয়েবসাইট থেকে: www.jaduniv.edu.in । ফি-বাবদ দিতে হবে ১০০ টাকার ডিমান্ড ড্রাফট। ড্রাফটটি ‘The Registrar, Jadavpur University’-এর অনুকূলে কলকাতায় প্রদেয় হতে হবে। ড্রাফটের পিছনে প্রার্থীর নাম ও ফোন নম্বর লিখে দেবেন।

পূরণ করা দরখাস্তের সঙ্গে দেবেন:

১) ডিমান্ড ড্রাফটের নথি। ২) প্রার্থীর এক কপি ফোটো। ফোটোটি দরখাস্তের নির্দিষ্ট জায়গায় সেঁটে দেবেন। ৩) শিক্ষাগত যোগ্যতার যাবতীয় নথিপত্রের নকল। ৪) কাস্ট এবং ওবিসি সার্টিফিকেটের নকল। ৫) দৈহিক প্রতিবন্ধকতার সার্টিফিকেটের নকল। ৬) কাজের অভিজ্ঞতার সার্টিফিকেটের নকল।

প্রয়োজনীয় নথিপত্রসহ পূরণ করা দরখাস্ত যে কোনও কাজের দিন সরাসরি জমা দিতে হবে এই ঠিকানায়: স্কুল অব কালচারাল টেক্সটস অ্যান্ড রেকর্ডস, ষষ্ঠ তল, রবীন্দ্র ভবন (ওপেন এয়ার থিয়েটারের উল্টোদিকে), যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, ১৮৮, রাজা এসসি মল্লিক রোড, কলকাতা-৭০০০৩২।

দরখাস্ত জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ৫ জুলাই। বিস্তারিত আরও জানতে ওপরের ওয়েবসাইট দেখুন।

# ক্রিমিনোলজি, পুলিশ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন সহ বিভিন্ন কোর্সে ভর্তি

সিকিউরিটি ম্যানেজমেন্ট, ক্রিমিনোলজি, পুলিশ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন সহ বিভিন্ন বিষয়ের ডিপ্লোমা, পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা, স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর কোর্সে ভর্তি নিচ্ছে গুজরাতের রক্ষা শক্তি বিশ্ববিদ্যালয়। কোর্সগুলি ইউনিভার্সিটি গ্রান্ট কমিশন কর্তৃক স্বীকৃত। বিটেক ইন কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং (স্পেশালাইজেশন ইন সাইবার সিকিউরিটি): আসনসংখ্যা: ৪০টি। শিক্ষাগত যোগ্যতা: ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি, ম্যাথমেটিক্স এবং ইংরেজিসহ উচ্চমাধ্যমিক। কোর্সের মেয়াদ ৪ বছর। কোর্স ফি প্রতি বছর ৪০,০০০ টাকা। মহিলা প্রার্থীদের ক্ষেত্রে ২০,০০০ টাকা।

পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা ইন ইন্ডাস্ট্রিয়াল সিকিউরিটি: আসন সংখ্যা: ২০ টি। শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক। কোর্সের মেয়াদ ১ বছর। কোর্স ফি ৩০,০০০ টাকা। মহিলা প্রার্থীদের ক্ষেত্রে ১৫,০০০ টাকা।

এমএ ইন ক্রিমিনোলজি: আসনসংখ্যা: ২৫টি। এমএ ইন পুলিশ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন: আসনসংখ্যা: ২৫টি। শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক। দুটি কোর্সেরই মেয়াদ ২ বছর। কোর্স ফি প্রতিবছর ৩০০০০ টাকা। মহিলাদের ক্ষেত্রে ১৫০০০ টাকা।

এম টেক ইন সাইবার সিকিউরিটি : আসনসংখ্যা: ৪০টি। শিক্ষাগত যোগ্যতা: ৫৫% (তফসিলিদের ক্ষেত্রে ৫০%) নম্বর সহ সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং বা কম্পিউটার সায়েন্স বা ইনফরমেশন টেকনোলজি বা ইলেকট্রনিক্স কমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং বা ইলেকট্রনিক্স বা ইনফরমেশন অ্যান্ড কমিউনিকেশন টেকনোলজিতে বিই বা বিটেক। অথবা কম্পিউটার সায়েন্স বা ইনফরমেশন টেকনোলজিতে এমএসসি। অথবা এমসিএ। কোর্সের মেয়াদ ২ বছর। কোর্স ফি বছর প্রতি ৫০,০০০ টাকা। মহিলা প্রার্থীদের ক্ষেত্রে ২৫,০০০ টাকা।

এলএলএম ইন ক্রাইম অ্যান্ড সিকিউরিটি ল: আসনসংখ্যা: ২৫টি। শিক্ষাগত যোগ্যতা: আইনে স্নাতক। কোর্সের মেয়াদ ২ বছর। কোর্স ফি বছর প্রতি ৪০,০০০ টাকা। মহিলা প্রার্থীদের ক্ষেত্রে ২০,০০০ টাকা।

সার্টিফিকেট কোর্স ইন ফোটোগ্রাফি: আসনসংখ্যা: ২০টি। শিক্ষাগত যোগ্যতা: উচ্চমাধ্যমিক। কোর্সের মেয়াদ ৩ মাস। কোর্স ফি: ২০,০০০ টাকা। মহিলা প্রার্থীদের ক্ষেত্রে ১০,০০০ টাকা। অনলাইনে আবেদন করতে হবে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে: www.rsu.ac.in । প্রার্থীর চালু ই-মেল আইডি থাকতে হবে। অনলাইন আবেদনের শেষ তারিখ ৩০ জুন। আবেদনপত্র পূরণ করবেন যথাযথভাবে। অনলাইন আবেদনের পদ্ধতি এবং অন্যান্য তথ্যের জন্য ওপরের ওয়েবসাইট দেখুন।

# বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে পেশাদারি কোর্স

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে ২০১৭-’১৮ শিক্ষাবর্ষে এইসব পেশাদারি কোর্সে ভর্তি নিচ্ছে: বিবিএ (অনার্স), বিসিএ (অনার্স), বায়োকেমিস্ট্রি (অনার্স), বায়োটেকনোলজি (অনার্স), বিবিএ ইন টি অ্যান্ড এইচ (অনার্স)।

কোন কোর্স কোন কলেজে পড়ানো হবে: ১) অ্যামেক্স, বর্ধমান। কোর্স: বিবিএ, বিসিএ, বিবিএ ইন টি অ্যান্ড এইচ। ২) বর্ধমান ইনস্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড কম্পিউটার সায়েন্স, বর্ধমান। কোর্স: বিবিএ, বায়োটেকনোলজি ও বায়োকেমিস্ট্রি। ৩) বর্ধমান রাজ কলেজ। কোর্স: বিবিএ, বিসিএ। ৪) চন্দননগর ইনস্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড টেকনোলোজি, চুঁচুড়া। কোর্স: বিবিএ, বিসিএ। ৫) সাইবার রিসার্চ অ্যান্ড ট্রেনিং ইনস্টিটিউট, বর্ধমান। কোর্স: বিবিএ, বিসিএ, বায়োটেকনোলজি। ৬) নেতাজি মহাবিদ্যালয়, আরামবাগ, হুগলি। কোর্স: বিবিএ, বিসিএ। ৭) বিবেকানন্দ মহাবিদ্যালয়, হরিপাল, হুগলি। কোর্স: বিসিএ। ভর্তির জন্য ফর্ম ও প্রোসপেক্টাস ওপরের সব ইনস্টিটিউট থেকে পাওয়া যাবে।

# খাদি ও গ্রামোদ্যোগ কমিশনে স্বনির্ভরতার ট্রেনিং

কেন্দ্রীয় সরকারের খাদি ও গ্রামোদ্যোগ কমিশন রাজ্যের বেকার ছেলেমেয়েদের ব্যবসা করে স্বাবলম্বী হওয়ার জন্য ৪টি বিষয়ে হাতে-কলমে ট্রেনিং দিচ্ছে। এই ৪টি ক্ষেত্র হল: ১) ডিটারজেন্ট তৈরি, ২) আগরবাতি তৈরি, ৩) সাদা ফিনাইল ও তরল সাবান তৈরি, ৪) গুঁড়ো মশলা তৈরি। মাধ্যমিক পাশ ছেলেমেয়েরা আবেদন করতে পারেন। বয়স হতে হবে ১৬ থেকে ৪৫ বছরের মধ্যে। সব ক্ষেত্রে কোর্স ফি ৫০০ টাকা। প্রথম ৩টি কোর্সের মেয়াদ: ১ সপ্তাহ ও ৪র্থ কোর্সের মেয়াদ ২ সপ্তাহ। ট্রেনিং নেওয়ার জন্য যোগাযোগ করতে হবে এই ঠিকানায়: অধ্যক্ষ, এমডিটিসি, কেডিআইসি, চাঁদিমারি, গয়েশপুর, কল্যাণী, নদিয়া-৭৪১২৩৪।